Mom Rong

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

মোম রং

গার্গী ভট্টাচার্য

ছোটমামা -মামী কে

ক্রিটিক

নামী কবি পুলক দাশগুপ্ত ও নব কবি মল্লিকা করের দুটি বই এসেছে রিভিইয়ের জন্যে বাজার-সদানন্দের দপ্তরে । করবেন নামী ক্রিটিক সত্যানন্দ বোস । কবি সমুদ্র বোসের দাদা । তাই একটু দেমাকও বেশি বুড়োর , নিজেকে কি যে ভাবে ! বই দুটির রিভিউ লেখার সময় পুলকের বইয়ের খুব প্রশংসা করলেন আর মল্লিকার বইয়ের নিন্দা । পরে পুলকের চিঠি পেলেন। কড়া ভাষায় ।

সতু , আদতে বই দুটি আমি পাল্টে দিয়েছিলাম । মল্লিকার বইটি আমার আর আমার বইটি ওর লেখা । তুমি কেবল নামটি দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওর লেখা সম্পর্কে যা তা লিখেছো । ক্রিটিকের কাজ সৃষ্টিকে এমনভাবে দেখা ও সমালোচনা করা যাতে করে স্রষ্টা আরো নিপুন ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন । সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন । তুমি তো ভাই গায়ের ঝাল ঝেড়েছো মনে হচ্ছে !

রূপকার রূপ দেবার পরে তাই নিয়ে সমালোচনা করা খুব সহজ , রূপ দেওয়াটা কঠিন তাই না ? সৃষ্টির ব্যাথাটা লেখক/কবিরাই বোঝেন । তাই তাঁরা মায়াবী হন । তোমরা কসাইদের মতন । শুধু মাংস কাটতে পারো । কিন্তু জীবটার প্রতিও একটু দয়া মায়া রেখো ।

লজ্জিত সত্যানন্দ ক্ষমা চওয়ার স্পর্ধাও দেখালেন না আর এরপর ।

পর্দার ওপাড়ে বসে তরুণী কবি ঠোঁটকাটা এন আর আই মল্লিকা বললেন : ক্রিটিক নাম পাল্টে এগুলোর নাম দেওয়া উচিৎ কিক – কিক দেয়ার egoist butt .....

খুনী মা

খোকাকে ধরেছিলো কাল। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে। ও নাকি মাওবাদী গ্রুপে। ঝাড়গ্রামের দিকে কোনো অরণ্যে লুকিয়ে ছিলো। ওর বক্তব্য - ওদিকে পিকনিকে গিয়েছিলো। সেখানে এই আগ্নেয়াস্ত্র কুড়িয়ে পায়। পুলিশ নিতে এলে মা কিছুতেই ছেলেকে নিয়ে যেতে দেন না। বাধা দেন। আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন : ওর বন্দুক থেকে একটিও গুলি বার হয়নি যা দিয়ে মানুষ মারা গেছে। আমাকে নিয়ে চলুন। আমি খুনী। আমি সাত আটটি প্রাণ নিয়েছি। পর পর।

পুলিশ হতবাক। মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে।

জানা গেলো মহিলা গাইনোকোলজিস্ট। পর পর তিন মেয়ে হবার পর এই ছেলে। সে জন্মায় দশ বছর পর। যতদিন না এ জন্মায় মহিলা অ্যাবর্ট করাতেই থাকেন বাচ্চা। তখন ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করা বেআইনি ছিলো না। উনি গর্ভপাত করান। কাজেই উনি খুনী। ওর মতে। অতএব পুত্র মুক্তি পাক। উনি যাবেন জেলে।

মায়ের বুক ভাঙা কান্না কি পুলিশের হৃদয় গলাতে পেরেছিলো ? জানা গেলো না। কারণ

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এসেছিলো। অসময়ের বৃষ্টি। আর বাজ- সেই সাথে পাল্লা দিয়ে।

শেষ অঙ্ক তাই এত দুর থেকে দেখা গেলো না।

চা বাগানের মেয়ে

হাঁটু সমান চা বাগানের সমান্তরাল একটি পথ । লাল লাল পথ । মেঠো পথ ।

সেই পথ দিয়ে হেঁটে যায় এক মেয়ে , লাইলি । লাইলি চা বাগানে কাজ করে । দিনান্তে হাট থেকে সবজি ও আনাজপাতি কিনে ঘরের দাওয়ায় বসে রান্না করে । তারপরে শুয়ে পড়ে কিন্তু আকাশে গোল চাঁদ উঠলে সে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে ।

এই রুটিন দেখে আসছে বাদল । বাদল শর্মা । প্রফেশন্যাল ট্রেকার ।

বাদল ছিলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার কিন্তু কাজের চাপে খুব কম বয়সে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে যখন দিশেহারা তখন একটি বাচ্চা ছেলের কথায় তার জীবন দর্শন বদলে যায় । পাশের বাড়ির খোকা ঋদ্ধি বলে ওঠে :

মস্তি করো আঙ্কল , বেঁচে নাও এক বছরে শ বরষ , কে জানে কাল হো না হো !

সত্যি তো ! এইভাবে তো আগে ভেবে দেখেনি বাদল । তখন পত্রপাট চাকরি ছেড়ে ট্রেকিং এ ঢুকে পড়ে । আগে থেকেই ট্রেকিং করতো । এবার তাতে প্রফেশন্যালিজম নিয়ে এলো । কাজেই কিছু টিভি চ্যানেল ওকে ভাড়া করলো । তারা ক্যামেরা নিয়ে ওর সঙ্গে যেতো । দূর্গম স্থানে ট্রেক করার ছবি তুলে টেলিকাস্ট করতো । বাদল পয়সা পেতো । ওর তাতেই চলে যেতো ।

লাইলিকে একদিন সে জিজ্ঞেস করলো : হ্যাঁ রে তো মরোদ কৈ ?

লাইলি এড়িয়ে গেলো । আবার কিছুদিন পরে জিজ্ঞেস করাতে বললো :

আমার মরোদ নাই । এক বন্ধু আছে সে আকাশে থাকে , মাঝে মাঝে এদিক পানে আসে । তুমি দেখ্‌বা ওরে ?

লাইলি জাতে বাহে । উত্তরবঙ্গীয় মানুষ ।

–তোর বন্ধুকে দেখা দেখি কেমন আকাশ পানে ধেয়ে যায় ! কোথায় গেলে তাকে দেখা যাবে রে ?

এই ইখানে । ও পূর্ণিমা রাতে আসে । অন্য সময় আসেনা ।

সেদিন লক্ষীপুজো । লাইলির বন্ধু আসবে । ভীষণ ব্যস্ত বাদল আজ । খুব তাড়াতাড়ি কতগুলো ছোট কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিলো ।

তারপরে লাইলির সঙ্গে হেঁটে চলে গেলো চা বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে খোলামাঠে । সেখানে শুধুই ঘাস । আর দূরে দিগন্ত চাঁদের আলোয় থৈ থৈ করছে ।

হুশ ! একটা শব্দ । ওপরে চেয়ে দেখে একটি রূপার চাকতির কিছু উড়ে এসে নামলো মাঠে । তারপরে বীর দর্পে নেমে এলো এক যুবাপুরুষ । কিন্তু একি ?

এর দেখি দুটি পাখনা আছে । চোখ নাক মুখ সবই প্রায় মানুষের মতন । কথা বলছে অদ্ভুত ভাষায় । লাইলিও সেই ভাষায় কথা বলছে । জানা গেলো লোকটি একটি গ্রহ থেকে আসে সেই গ্রহের নাম টেটা । বহু আলোক বর্ষ দূরে সেই গ্রহ । সেখানে মানুষজন আগুনে পোড়েনা । অনেক অমিল আমাদের গ্রহের সঙ্গে তবে একটাই মিল । সেটা হল ওখানে চা বাগান আছে । পৃথিবীর যেই সব মানুষ চা প্রেমী তারা মারা গেলে টেটায় জন্ম নেয় । ও লাইলিকে টেটায় নিয়ে যাবে । সেখানে চা বাগানের কাজ করবে সে । তবে ওখানে যেতে গেলে তাকে অনেক হাল্কা হতে হবে । তাই সময় লাগছে । মজা লাগছে বাদলের । এরকম জীব সে জন্মেও দেখেনি ।

সে চলে গেলো চুপিসারে , হুশ করে নয় একেবারেই । দূরে অস্তমিত তার রূপার চাকতির মতন বাহন । টেটাযান । শেষ হল অভিযান ।

–একটু স্বপ্ন , আমাদের জীবনে আর কী আছে বাবু ? আমরা স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি ।

বন্ধু স্বপ্ন ফেরি করে । আমি বিনা পয়সায় স্বপ্ন কিনি । তারপর চাঁদের আলোয় স্বপ্ন দেখি , অন্য দুনিয়ার , উন্নত চা বাগান , কুলি কামিনের মারামারি নেই । মদ্যপান করে রক্তারক্তি নেই , বাবুদের চোখ রাঙানি নেই ---- আর সবুজ পৃথিবীর কোণে এই বাংলা , তার চা বাগানে আজ আগুন । শ্রমিক ছাঁটাই , মালিকের লোকসান । চা বাগান বন্ধ হবার মুখে । স্বপ্ন না দেখলে আমরা কি নিয়ে বাঁচবো বাবু মশাই , আমরা বাগানের ফুলকলিরা ?

বাদলের কল্পনাপ্রবণ মনে তখন টেটার চা বাগান : সবুজ গাছের বদলে স্বচ্ছ চা গাছ , পাতা : দুটি পাতা একটি কুঁড়ি । দূর থেকে মিহি গলায় কে যেন গেয়ে ওঠে এই পৃথিবীর গান : ফুলকলি রে ফুলকলি রে ফুলকলি রে ফুলকলি ----

কে গাইছে ? এ অন্য কোনো লাইলি নাকি ? যে আগেই স্বপ্ন কিনে পাড়ি দিয়েছে টেটায় ! বৈজ্ঞানিকেরা শুনছেন ??

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ও তারপর -------

সদ্য শেষ হল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সারা পৃথিবীতে কেউ জীবিত নেই। অন্তত: কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। শুন্যতায় ভরা চরাচর। চারিদিকে নি:স্তব্ধতা। আণবিক ধোঁয়া চারিপাশে।

সমস্ত ডিপ্লোম্যাসি যখন পরাজিত হল তখন জয় হল যুদ্ধের, বেজে উঠলো দামামা।

পৃথিবীর প্রথম সারির সমস্ত দেশের নেতারা একজোট হয়েও বন্ধ করতে পারলেন না যুদ্ধ।

মার্কিন মূলুক থেকেই প্রথম শুরু হল হানা। ছোঁড়া হল বায়োলজিক্যাল ওয়েপন্স্ ও নিউক্লিয়ার বোমা। নি:শেষ হয়ে গেলো সভ্যতা। কেউ কোথাও নেই। কান্নার শব্দও নেই বাতাসে। হিমেল হাওয়া হয়েছে প্রচন্ড গরম। বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার পরশ। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ফল। গরমে বড় বড় হিমবাহগুলিও যেন গলে গেছে। পাহাড়ের চূড়া বরফ মুক্ত। হঠাৎ মাটি ভেদ করে উঠে আসে এক বামন , ছোটখাটো চেহারা। মাথায় বরফ , সাদা চুল।এত দূষণ সত্ত্বেও সে বেঁচে আছে। আজ তার বন্ধু শুধুই একরাশ আরশোলা।

তারাও তেজস্ক্রিয়তার শিকার কিন্তু বেঁচে আছে । বামণের পরণের পোশাক মলিন । অনেক দিন অভুক্ত । কিন্তু গন ইনথ দা উইন্ডের চরিত্রের মতন গোগ্রাসে খাবার খুঁজে খাচ্ছে না । সে শুধুই কাঁদছে , আর কাঁদছে আর কাঁদছে । লেখিকা নীহারিকা ভ্রমণে যাওয়াতে প্রাণে বেঁচে গেছেন । ধীর পায়ে এগিয়ে যান ওর দিকে । হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে প্যারাডাইজ সার্কাসের ক্লাউন , মনসিজ বেরা । আর চীৎকার করে ছুটে যায় আকাশ তলে , একজন জ্যান্ত মানুষ দেখে পাগল হয়ে গেছে আর উন্মাদের মতন বলে চলেছে : প্যারাডাইজ লস্ট , আমি জানতাম এমন হবে একদিন। আমি জানতাম , কিন্তু তোমরা কেউ শুনলে না আমার কথা, কেউ শুনলে না । আমাকে সিরিয়াসলি নিলে না কেউ , আমি যে হাসি তামাশা করতাম তাই আমার কথাগুলোকেও তোমরা তামাশা ভেবেছো । দেখো জোকারেরাও সিরিয়াস হয় , তারাও কাঁদতে জানে কিন্তু কাঁদতে চায়না , সবাইকে হাসি মুখে দেখতে চায় তাই তো আমি সাবধান করেছিলাম , তোমরা শুনলে না , কেউ শুনলে না ।

তার করুণ শব্দমালা প্রতিধ্বনি আকারে ফিরে আসে লেখিকার কানে , বারবার ।

আজ লেখিকা ব্যাতীত আর কেউ কিছু শোনার জন্য জীবিত নেই ।

চোর

ধনবান গোস্বামীদের বাড়িতে চোর ধরা পড়েছে। ১৫ বছরের চাকর ফুৎসা। হতদরিদ্র পাহাড়ি ছেলেটি এসেছিলো কাজে শিলিগুড়ির এই বাড়িতে। লোভে পড়ে নিমন্ত্রিতদের জন্য তৈরি করা চিলি চিকেন খেয়ে ফেলেছিলো।। ধরে ফেলে মালিকের ছেলে শৌণক। গায়ে গরম শিকের ছ্যাঁকা ও মারধোরের পরে শৌণক বেরিয়ে গেলো। আজ ওর থিসিস জমা দেবার দিন। রাতে একটি ভোজ দিয়েছে সিনক্লেয়ার হোটেলে। ওর গাইডের সম্মানে। কারণ গবেষণাটি আদতে ওরই কাজ। নামটা শুধু শৌণকের।

পেজ জিরো

নতুন একটি পাতা চালু হয়েছে সিনেমা কাগজে ।পেজ জিরো । সাংবাদিক অহনা ঘোষাল ওখানে লেখে । খুব জনপ্রিয় । কোনোদিন কেউ ওকে সাংবাদিকতা করতে দেখেনি । বরং গপ্পি বুড়ি । গল্পে পটু । আসলে ও নানান সেলিব্রিটিকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেচ্ছা লিখে দেয় । বিভিন্ন গল্পের প্লটে ওদের ফেলে দেয় । নামগুলো বসালে মনে হয় সত্যি ঘটনা । এইভাবেই চলেছে । সম্প্রতি ডাক পেয়েছে আরো বড় গসিপ কলম থেকে । একটু উপস্থিত বুদ্ধি – স্বর্গের সিঁড়ি অহনার হাতের মুঠোয় ।

থ্রি ডি প্রেম

তুহিন প্রেমে পড়েছিলো মন্দ্রিতার । একসাথে গিয়েছিলো মানস সরোবরে , তীর্থে ।

এত্তো কম বয়সে ?? আজকাল লোকে কম বয়সেই স্পিরিচুয়ালিটির দিকে যাচ্ছে ।

ভোগ লালসায় ক্লান্ত তুহিনের একই অবস্থা । মারা গেলো মন্দ্রিতা তুষার ঝড়ে । তীর্থের পথে ।

ফিরে এসে ডিপ্রেশানে পড়ে তুহিন । শেষে এলো এক ফন্দি মাথায় ।

আজকাল সে মন্দ্রিতাকে মিস করেনা একদম ।

নিজের ছিলো অ্যাড এজেন্সি । সেখানে লাগানো ছিলো থ্রি ডি ক্যামেরা ।

সেইখানে বসে একটি বিশেষ চশমা পরে নিলেই দেখা যায় মন্দ্রিতাকে । আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় । কথা বলে । হাত নেড়ে ডাকে । ছুঁয়ে যায় । চুমু খায় ।

আসলে এগুলো সবই ওদের বহুদিন আগে থ্রি ডি ক্যামেরায় শুট করা ঘটনা।

যা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জন্য আজ মুঠো বন্দী। মন্দ্রিতা জীবন্ত , সশরীরে হাজির -ক্যামেরার ফিল্ম ছেড়ে প্রেম রিয়ালিটিতে।

অ্যাক্সিডেন্ট

কফির শুন্য পেয়ালাটি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সুগত । কাল ডেলিভারি দিয়ে দেবে বলেছে নতুন হন্ডা অ্যাকর্ড । গাঢ় লাল রং । একেবারে হায়েস্ট লাক্সারি মডেলটা কিনেছে এবার । এই নিয়ে পাঁচবার হল । কখনো সিডনি কখনো ডারউইন কখনো বা নিউ ক্যাসেল ---- প্রতি শহরে একবার করে !

চালকের সীটে বসে রেসিং কারের সুরক্ষা পোশাক ও হেলমেট পরে যাতে কলিশানে নিজের চোট না লাগে । পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে সজোরে অন্য গাড়ি কারণ সে নিজের গাড়িটিকে একটু স্লো করে দেয় । স্পিড লিমিট বেঁধে দিয়েছে ৮০ অর্থাৎ ৮০-র রাস্তায় এগুলো করে । গাড়ি চুরমার । প্রতিবার । গাড়ির দূর্দশা দেখে প্রতিবারই সেটি রাইট অফ করে দেওয়া হত সেফটির কারণে তারপর ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা আদায় । নতুন মডেলের গাড়ি কেনা ।এইভাবে চলছিলো বেশ । এইদেশে এসে । ভারতীয়রা যখন মারধোর খেতে আরম্ভ করলো তখন ভয়ে একদিন সোজা ভারতে ।

তাতে কি ? আগের সিন ::

সদ্য পাওয়া হন্ডা অ্যাকর্ড যার মূল্য ভারতীয় টাকায় প্রায় ২৫ লাখ তো হাতে আছে , বিক্রি করে পাবে অনেক ডলার - নগদ । পারিবারিক পুরনো বি এম ডাবলুটা থেকে পাবে আরো লাখ খানেক ভারতীয় টাকা । লিভ ইন রিলেশানে থাকা ৭৫ উর্দ্ধ বৃদ্ধা ফিলিপার গাড়ি ওটি ও দুটো বাড়ি , একটি সিডনিতে অন্যটি গ্রিফিথ বলে একটি ছোট শহরে । দুটৈ বিক্রি করে দিয়েছে কারণ সম্প্রতি মারা গেছেন ফিলিপা , হৃদ যন্ত্রের বিকলতায় । হার্ট ফেল হয়েছে এই খবর শুনেই যে সুগত দুনম্বরী করে । ওর কেউ নেই । ওয়ারিশ সুগত । এখন দুই বাড়ি বিক্রির আরো টাকা নিয়ে ভারতে গিয়ে রাজার হালে থাকবে । সম্মানও পাবে যথেষ্ট - এখন তো সে এন আর আই -- নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান । চাট্টিখানি কথা ? কালাপানি পার হতে পারে কজনায় ? আর সে তো এসেছিলো পড়তে । কারো স্কন্ধে আরোহণ করে নয় । সবাই জানে সে কথা । জানে- জানে । মেধাবী ছাত্র , আই আই টি , নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান----ব্লাহ্ ব্লাহ্ ব্লাহ্ ।

আত্মজীবনী

সুকেতু আত্মজীবনী লিখেছেন । উনি একজন নামী খেলোয়াড় । কত দারিদ্র্যের মোকাবিলা করে বড় হয়েছেন , কাদা জলে খেলেছেন সব লিখেছেন খোলা মনে । বাজারে খুব বিক্রি হয়েছে বই । সাড়া পড়ে গেছে চারিদিকে । কত তরুণ /তরুণী উৎসাহ পেয়েছে । বন্ধু চিত্রগুপ্ত বললো : পুরোটাই তো মিথ্যে । এটা তোর আত্মজীবনী নয় । এতো আমার ।

হাসেন সুকেতু । বলেন : বাজারে যেটা খাবে সেটাই তো লিখবো । সত্য কথা লিখতে হবে এরকম কোনো অলিখিত নিয়ম আছে কি ? আর এতে ঢালাও পয়সা আসছে । আমি এখন ধনী ।

খেলেও এত পয়সা পাইনি যত আত্মজীবনী লিখে হয়েছে ।

ঘুম

বাড়ির পোষা কুকুর সিজার ঘুমের মধ্যে হাঁটে। মানুষ ঘুমের মধ্যে হন্টন করে শুনেছিলাম। স্লিপ ওয়াকিং অথবা somnambulism যে জন্তুর-ও হয় জানতাম না। সিজার ঘুমের মধ্যে উঠে হেঁটে বেরিয়ে যায় আমার বাগানে। এখন গরমকাল তাই দরজা অল্প খুলেই আমি লাউঞ্জে শুয়ে থাকি। টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমার নাম বাসবদত্তা শেরিডান। স্বামী রয় শেরিডান মৃত তা প্রায় তিন বছর। এই বাড়িটা সদ্য কিনে উঠে এসেছি নতুন পাড়ায়। একা থাকার পক্ষে ভালই।

পেছনে ছোট বাগিচা। সেখানে কমলালেবু, আপেল, ন্যাসপাতি গাছ আছে।

তার পাশে আছে একটি ইটের উনুন। সেখানে ছুটিছাটায় বার্বিকিউ হয়।

আমার ইয়ার দোস্ত আসে সুদূর থেকে। সবাই মিলে মস্তি হয়। আড্ডা, ঘরোয়া জলসা। মদিরা। ওরা চলে গেলে সিজার একমাত্র সঙ্গী। ও

যেন মানুষ শুধু মুখে ভাষা নেই । অবশ্যি ওর সাহচর্যে আমিও নীরবতার ভাষা শিখে গেছি ।

এক রাতে ঘুমের ঘোরে ও হেঁটে বাগানের দিকে যাবার পরে হঠাৎ ফিরে আসে মুখে একটি হাড় নিয়ে । ঘুমের ঘোরে আমি কিছু বুঝতে পারিনি । পরেরদিন সকালে দেখলাম একটি গর্ত খুঁড়ে ও আরো হাড় বার করেছে । ব্যাকইয়ার্ডে এত হাড় ? এই হাড় কার ??

পুলিশে খবর গেলো । তদন্তের পরে জানা গেলো এক আজব কাহিনী ।

মিস্টার ও মিসেস পাকড়াশী এসেছিলেন এই বিদেশে । পরবাসে জনসংখ্যা কম হওয়ায় বাচ্চা হলেই সরকার মোটা টাকা দিতো ।

টাকার লোভে গোটা দশেক সন্তানের জন্ম দিয়ে অর্থ হস্তগত করে ওঁরা চার পাঁচটা বাচ্চাকে মেরে ব্যাকইয়ার্ডে পুঁতে দেন । প্রতিবেশীদের বলেন : বাচ্চারা দেশে আছে দাদু ঠাকুমার কাছে ।

লোকেরা সরল মনে বিশ্বাস করে ।

তাদেরই হাড় খুঁজে পেয়েছে ঘুমের মধ্যে হাঁটা আজব সারমেয় সিজার ।

সিজার এখন বিখ্যাত । উইকিপিডিয়াতে নাম উঠেছে ওর । শুধু গোয়েন্দা নয় একজন সাইকিক কুকুর হিসেবে ।

পাবলিশার

শ্রীমতী জুলি মুখোপাধ্যায় হঠাৎ-ই বাংলার অত্যন্ত নামকরা লেখিকা হয়ে উঠেছেন। যা লিখছেন তাই বেস্ট সেলার হয়ে যাচ্ছে। নিন্দুকে বলছে : ধূস একি লেখা ? কে কিনছে কে পড়ছে আর কি-ইবা পাচ্ছে এইসব রচনা পড়ে কে জানে।

জুলির তাপউত্তাপ নেই। ওর প্রোডাকশান খুব বেশি , ঝট করে লিখে ফেলতে পারেন , পাতার পর পাতা নির্মান করে চলেন। পেশায় ডাক্তার। যেটুকু সময় পান লেখালেখিতে কাটান। ঘর বন্দী হয়ে লেখেন। বলেন : আমি মানুষের কথা লিখি !

নিন্দুকে বলে : লেখেন ভাট -জাবর কাটেন। ফালতু রাইটার।

তবুও বই, বাজারে বেস্ট সেলার। পুরস্কার অবশ্যি এখনো জোটেনি। ওর প্রকাশক অর্থাৎ পাবলিশার মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা পার্ভার্ট। বয়স ভালই হয়েছে। নারীসঙ্গ সবচে বেশি উপভোগ করেন। নতুন ফুলের নাম জুলি।

প্রতিভাবান ইজ্জৎদার লেখিকারা সুযোগ পান না :

প্রকাশক মশাই বলেন - প্রতিভা দিয়ে কিস্‌সু হয়না। বডি চাই বডি। আইশ্বরইয়া , বিপা-সা কিংবা রাখী সাওয়ান্ত ! উ-উম্‌ম --- যেন তন্দুরি চিকেন !

জুলির বডি আছে প্রতিভা নেই আপনাদের প্রতিভা আছে রূপ নেই , বডি নেই ।বিছানায় পারফর্মেন্স নেই ! বেসিক মিশনারি পোজ ছাড়া কিছুই জানেন না । আরে এটা সেক্সের যুগ । কামকলা শিখুন , প্র্যাকটিশ করুন তবে তো বড় লেখিকা হোবেন। বাবার সঙ্গে মেয়ের সেক্স , কুকুরের সঙ্গে বাড়ির শিশুর এইসব তো ডিটেলস নামাতে হোবে --এগুলো না লিখলে -হোবে ! ভারতেই তো লেখা হয়েছিলো কামাসুট্রা আই মিন কাম্‌সুত্র ! আপনারা বাঙালীরা সব ক্যাথা কে এরকম গোল গোল করে বলেন কেন ব্যালুন দেকি!

জুলির বই বেরোলেই প্রকাশক মশাই লোক লাগিয়ে সমস্ত বই কিনে নেন । বইগুলো অত্যন্ত কম দামে বাজারে ছাড়েন । এইভাবে জুলিকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন । এখন উনি বাম হস্তে আঁকিবুকি কাটেন আর লোকে কিনে নিয়ে যান শো-কেস সাজানোর জন্যে কিংবা কিছু আনপড় লোক নিয়ে বাড়িতে রাখেন নিজেকে শিক্ষিত প্রমাণ করার নিমিত্তে।

পাবলিশারের কুটিল মনের জটিল সমীকরণ জুলিকে করেছে বিশ্ববন্দিতা।

এক্সপোর্ট কোয়ালিটি

ঈষিকা যখন বিদেশে থাকতেন না তখন ভারতে বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে চিনতেন যাঁরা পেজ থ্রী সার্কেলে বিশেষ বন্দিত , তাঁদের কমোডিটি বিদেশে রপ্তানি করেন বলে । বেশ সম্মানিত মানুষ সোসাইটি সার্কেলে ।

–আরে উনি মিস্টার ধানোজা --বিদেশে ড্রেস মেটেরিয়াল এক্সপোর্ট করেন !

–ওহ্ হো ! উনি ডঃ তলিস্মান । ম্যানেজমেন্টে পি এইচ ডি । উনি বিদেশে বাসন পত্র রপ্তানি করেন । বিরাট ব্যবসা ! একটিবার মিটিং করতে গেলে ৬ মাস আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় !

ঈষিকা বেশ গর্বিত বিদেশে এসে ওঁনাদের জন্যে ।

একদিন সকালে একটি দোকানে গিয়ে দেখেন ওঁদেরই সমস্ত প্রোডাক্টে দোকানটি সুসজ্জিত । কিন্তু একি ! গর্বে বুক ফোলার বদলে মুখ হয়ে গেলো পানসে ।

দোকানটির নাম : দা রিজেক্ট শপ ।

অত্যন্ত সস্তায় দুনিয়ার রিজেক্টেড মাল এই দোকানে কিনতে পাওয়া যায় কারণ এইসব জিনিস বিদেশের কোয়ালিটি কন্ট্রোল পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি।

কমিউনিজম

রাণীপুর নাম হলেও এই রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার পাক্কা ৩০ বছর রাজত্ব করছেন। জনগণের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। যাঁরা ওদের তাঁবেদারি করেন তাঁরা সমাজের শিখরে অন্যরা দলিত। ডাউন্ট্রেডেন মানুষ হয়েছেন আরো গরীব।

তাঁদের হয়ে গলা ফাটাবার কেউ নেই। নেতারা ফুল ফেঁপে উঠেছেন।

সব থেকে বড় কথা হল এই রাজ্যে কেউ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বললেই তাঁকে জেলে পুরে দেওয়া হয়। তন্ত্র মন্ত্র পূজা পাঠ সব গেছে গোল্লায়।

তান্ত্রিক ও সাধুরা লুকিয়ে থাকেন অথবা অন্য রাজ্যে চলে গেছেন।

সবাই সায়ন্টিফিক মাইন্ডের মানুষ। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রাজ্যে শাসন করেন।

এই রাণীপুরে এক দূর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ছিলো। আজিজ খান। লোকে বলে কমিউনিস্টদের পোষা গুন্ডা। বহু মানুষ মেরেছে। বহু অপরাধের সাক্ষী।

আজিজ খানের এনকাউন্টার করেছেন এক পুলিশ অফিসার। কমিউনিস্ট সরকারের নির্দেশে কারণ সে ওঁদের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছিলো। ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে উঠেছিলো। মারা যাবার পরে তার দেহাংশ একটি ঘটিতে পুরে রাখা হয়েছিলো এক পরিত্যক্ত গুম্ফায়। কমিউনিস্টদের কাছে যা টুরিস্ট স্পট। বৌদ্ধ্য সন্ন্যাসীদের আগেই মেরে তাড়ানো হয়েছে। এখন এখানে লোকে বেড়াতে আসেন।

একবার একটি শিশু কোনোভাবে ঐ ঘড়া খুঁজে বার করে ও দেহাংশ ছড়িয়ে ফেলে মাটিতে । তারপর শুরু হয় ভয়ানক খুন খারাপি , রাজ্যে জুড়ে যার কোনো কিনারা পুলিশ করতে পারেনি । অশরীরি খুনী একের পর এক মেরে চলে মানুষ । কখনো নেতা কখনো মন্ত্রী কখনো বা বিজ্ঞানী । বিজ্ঞান লুটাচ্ছে ভূমিতে । কেউ কিছু করতে পারছেন না । হয়ত পারতেন কোনো তান্ত্রিক কিংবা ধর্মগুরু । কিন্তু আজ তাঁরা কেউ নেই । সরকারের ভয়ে বহুদিন যাবৎ-ই রাজ্য ছাড়া ।

সুভদ্রা

সুভদ্রা উত্তরবঙ্গের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল নিজে শহরে থাকতে পারেনি তাই সন্তানদের বড় জায়গায় রেখে মানুষ করবে। হল সেরকমই। বিয়ে হল এক প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে। স্বামী পাড়ি দিল এক বিখ্যাত মরুশহরে। সেখানে গার্বেজ দিয়ে একটি অপূর্ব ও পূর্ণ রিসর্ট তৈরি করে বেশ নাম করলো। সন্তানকে পড়তে পাঠালো লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে। আপাত দৃষ্টিতে প্রযুক্তিবিদ হলেও সুভদ্রার স্বামী পল্লব ছিলো এক সিক্রেট এজেন্ট। উগ্রপন্থার সঙ্গে জড়িত মানুষকে আইডেনটিফাই করতো সে। এক বড় উগ্রপন্থীকে , সরকারের ওপরে সেই সংগঠনের চাপে ছেড়ে দিতে হয়। তারা মন্ত্রীর মেয়েকে কিডন্যাপ করেছিলো। উগ্রপন্থীকে ছেড়ে দেবার সময় সেই টিমে ছিলো পল্লব। জনগণ ক্ষেপে উঠেছিল সরকারের ওপরে। কিছুদিন পরেই উগ্রপন্থী মারা যায়।

উগ্রপন্থী দলের রোষে অথৈ জলে পড়ে গৃহবধূ সুভদ্রা। পল্লব হঠাৎ-ই একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। কী করে সন্তানের শিক্ষার খরচ জোগাড় করবে তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে রাতারাতি মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেলো।

এমন সময় হঠাৎ সরকার পক্ষ থেকে এসে হাজির হল বিরাট অঙ্কের টাকা , পুরস্কার স্বরূপ। পুরস্কার পেয়েছে পল্লব। হতবাক সুভদ্রা।

আসলে আজ পল্লব বিখ্যাত ব্যাক্তি। কারণ উগ্রপন্থীকে ছেড়ে দেবার আগে তাকে এমন একটি ইঞ্জেকশান পল্লব দিয়েছিলো ডাক্তারকে কাজে লাগিয়ে যা শরীরে কাজ করে ৭২ ঘন্টা পরে। অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা পরে উগ্রপন্থী ঐ ওষুধের কারণে মারা গেলো। মন্ত্রী মহাশয় তো মেয়ে ফেরৎ পেয়েই গেছেন --- অতএব বিখ্যাত হল পল্লব। পুরস্কার বাঁচিয়ে দিলো তার পরিবারকে যদিও আজ সে হারিয়ে গেছে জীবন খাতার পাতা থেকে।

ভাবনা

চিরশ্রী ও মধুশ্রী দুই বোন। চিরশ্রী কনসার্ভেশানের কাজ করে। মধুশ্রীকে নিজের অফিসে নিতে চেয়েছিলো সে রাজি হয়নি। কারণ সে কনসার্ভেশানকে সাপোর্ট করেনা। তার মতে : মাদার নেচার নিজের রাস্তা নিজেই বেছে নেবেন। আর একঘেয়ে ময়ূর ফয়ূর দেখে দেখে আমরা বিরক্ত। আসুক না আরো সুন্দর পাখী। প্রাণী। ভাগ্যিস ডাইনো চলে গেছে !

একদিন দুই বোন মিলে ড্রাইভ করে যাচ্ছিলো হঠাৎ একটি বাচ্চাকে চাপা দিয়ে দিলো ওদের গাড়ি। চিরশ্রী না দেখলেও পাশে বসা মধুশ্রী দেখলো যে বাচ্চাটির মা যেন তাকে ছুঁড়ে গাড়ির সামনে ফেলে দিলো। যাথারীতি বেশ কিছু অর্থ খসলো ওদের। খুব বেশি লাগেনি বাচ্চাটির। তবুও।

এই ঘটনার পরে মধুশ্রী বলে উঠলো : চিরু এখনো কি তুই মনে করিস কনসার্ভেশান প্রয়োজন ? এরকম মানুষের প্রজাতিকে বাঁচাতে আমরা প্রিসার্ভ করবো যারা ইচ্ছে করে নিজের জাতির ক্ষতি করে ?

চিরশ্রী নির্বাক।

ইনফর্মার

ছেলেটিকে যখন প্রথম দেখি জানতাম না যে সে এত শিক্ষিত। পেশায় প্রযুক্তিবিদ।

ভারত থেকে একটি এম-টেক ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলো পরবাসে। দেখতে শুনতেও ভালো। কাজ করতো ইনফর্মার হিসেবে।

যেকোনো জায়গায় গিয়ে খুব সহজেই মিশে যেতে পারতো লোকের সঙ্গে। তারপরে তাদের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করতো নিপুন ভাবে। সেই খবর নিয়ে এদিক থেকে ওদিক করেই দিব্যি কেটে যাচ্ছিলো। সেই জীবনধারায় কিছুটা রদবদল হল পুলিশ শ্বশুর পাওয়ায়। ফা অর্থাৎ ফাদার ইন ল ছেলেটিকে ইনফর্মার হিসেবে নিযুক্ত করলো। খবর পাচার করা ও তথ্য সংগ্রহ করে করে মানুষের অভিশাপ কুড়ানো এই মেধাবী ছেলেটি আজ পড়ে আছে মর্গে। ব্রিসবেনের এক মর্গে। প্রচন্ড বন্যায় নুয়ে পড়া শহরে আজও আমাকে সাঁতরে মর্গে আসতে হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। আমি ব্রিসবেনের বাঙালী ডাক্তার পার্থ দত্ত।

ছেলেটি নিহত হয়েছে ছোরার আঘাতে। গুপ্তঘাতকের কাজ।

মারা যাবার পরে লাশ পড়ে ছিলো। বাড়ির লোকেরা কেউ আসেনি।

বাড়ির লোক বলতে স্ত্রী ও কন্যা। শ্বশুরের সঙ্গে শাশুড়ির বিয়ে হয়নি কোনদিনই। একসঙ্গে ছিলেন অনেক বছর। এখন আলাদা হয়ে গেছেন তাই শ্বশুর আসেননি। আসেনি কোনো পুলিশের লোক কারণ ও রেজিস্টার্ড ইনফর্মার নয়। ওকে কেবল ব্যবহার করতেন ওর শ্বশুর!

আর স্ত্রী?

তাঁর বক্তব্য : এরকম কথা পাচার করা বিস্টের মৃত্যুই আমাদের কাম্য।

নাহ্ কোনো সহানুভূতি নেই আমাদের এরজন্যে। পুরুষমানুষ এরকমই।

আমার বাবাও তো মা-কে ফেলে পালিয়ে গেলেন এতদিন পরে।

বাবার প্যারালাল জীবনের কথা মা-কে তো একবার সে জানাতে পারতো!

সে জানতো না কিছুই এ তো বিশ্বাস করা যায়না।।

মেক আপ

অভিনেত্রী শীতলের বহুদিনের শখ প্রখ্যাত অভিনেতা বাজকুমারের সঙ্গে অভিনয় করে। সুযোগ এসেও গেলো। আর্মি অফিসারের মেয়ে শীতল পার্টি , ড্যান্স , ওয়াইনে অভ্যস্থ ছিল একটি মডেলিং এর কাজ পেয়ে সোজা মুম্বাই উড়ে গেলো। সফল মডেল হয়ে ঢুকে পড়লো সিনেমায়। তারপরে অভিনয় ও রূপের কল্যাণে সে প্রথম সারির অভিনেত্রী হয়ে উঠলো।

একদিন এসে গেলো বাজকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ। ছবির নাম : পর্দার অন্তরালে। শুটিং বেশিরভাগ টাই জাহাজে। রহস্যময় , গ্ল্যামারাস , চিরতরুণ , ডাইনামিক বাজকুমার । যাঁর টানটান মেদহীন দেহ যেকোনো তরুণীর স্বপ্ন। হ্যাঁ এই সিক্স প্যাকের যুগেও। মুখে যৌবনের চপলতা।

শুটিং এর পরে বাজের সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটতো। এই পর্দার বাজ কুমার ?

এত্তো ভালোমানুষ উনি ? মনে মনে তারিফ না করে পারেনা শীতল।

একদিন রাতের বেলায় খুব ঝড় উঠেছে। সামুদ্রিক ঝড়। হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাচ্ছে পর্দাগুলো। এমন সময় বাজ এসে প্রবেশ করলেন শীতলের ঘরে।

জানালা দরজা সব বন্ধ করে দাও। প্রচন্ড ঝড় উঠেছে। বলেই ঝড়ের মতন ঘরে থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন।

শীতল ছুট্টে এলো তাঁকে তুলতে। হাতে খুলে এলো পরচুলো, দু একটি দাঁত বুঝি পড়ে আছে মেঝেতে। কোনক্রমে উঠে ফোকলা দাঁতে হেসে উঠলেন বাজকুমার, বয়স যাঁর ৭০, পাক্কা ৭০।

নিজের মনেই বলে উঠলেন : এই ফিল্ডটাই এরকম। ৭০ এও হতে হবে ষোড়শী, তোমাকে! সবই মেক আপের কল্যাণে।

বাজকুমারের নতুন রূপ দেখে ঈষৎ অস্বস্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো তরুণী নায়িকা শীতল। দেহে ছড়িয়ে পড়লো এক অদ্ভুত শীতলতা। এক অজানা ভয়ে।

অসুখ

ডা: মাথুরের বাড়ি রয়েছে এক ক্যানসার রুগী। তার কন্যা। কিন্তু ডা: একটুও বিচলিত নন। মেয়ে ছিল বেজায় মোটা। সবাই ক্ষ্যাপাতো মুটকি বলে। বিয়ে হবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ চিরকাল ছেলেরা সুন্দরী মেয়ে খোঁজে। চিন্তিত ছিলেন ডাক্তার। ব্যায়াম , ডায়েটিং কিছুতেই কিছু হবার নয় এমন সময় বেঞ্জিন রিং আবিষ্কারের মতন ডাক্তার স্বপ্নে পেলেন এক ওষুধ। যা ক্যানসার সারায়। একটি মহৌষধ।

তৈরি হল এক ধরণের ছত্রাক থেকে। সেই ছত্রাক পাওয়া যায় কেরালার সুপ্রাচীন এক পাহাড়ের এক নিরালা গুহায়। প্রসেস করতে কিছুদিন সময় নিলো। কর্কট রোগ নিরাময় হয় এতে। যেই কারণে রোগ শুরু হয় সেই জিনের বৈকল্য সারিয়ে দেয় এই ছত্রাক। একে ভস্ম করে তবে সেবন করতে হবে , ন্যানো টেকনোলজি। ডাক্তার নাম দিলেন কর্কটবধ ভস্ম -ওষুধ প্রয়োগের কিছুদিন পরেই সেরে গেলো মেয়ে। আজ আর তার দেহে কোনো অ্যাবনর্মাল সেল নেই। নেই বিন্দুমাত্র ম্যালিগনেন্সি। পূর্ণ সুস্থ সে। লাভ বটে হয়েছে আরেকটা। ক্যানসার হওয়াতে তার শরীর সম্পূর্ণ মেদহীন হয়ে গেছে

। কোনো ডায়েটিং ও ব্যায়াম ছাড়াই । কে বলে অসুখ মানেই তা হানিকর ? এ যে এক ঢিলে দুই পাখি ।

পূর্ণ চন্দ্রের শেষ মধুরিমাটুকু শুষে নিতে নিতে হেসে ওঠেন ডাক্তার । নীরবে ধন্যবাদ জানান অদেখা ঈশ্বরকে । ধন্যবাদ জানান মেদ বর্জনের অভিনব এই প্রক্রিয়ার জন্য ।

Reference

Ayurvedic bhasma-- oldest form of nanotechnology: BARC prof

The bhasmas' used in Ayurveda for treatment of various diseases for the past several centuries is the oldest form of nanotechnology, said head of solid state chemistry section at Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Mumbai, Prof AK Tyagi. Tyagi was in the city to take part in a one-day seminar on Nanotechnology and its application' at department of chemistry in Veer Narmad South Gujarat University (VNSGU). "We are preparing to use it again for various purposes," Tyagi said. The seminar was organized with funds given to the department of chemistry by University Grants Commission (UGC) under special assistance programme. The department is also awarded five research scholarships.

Apart from Tyagi, Dr PA Hassan, Dr V Sudarshan and Dr Dimple Dutta, all from BARC, participated in the seminar and delivered lectures.

লাল বুট জুতো

লাল বুট জোড়া নিশাকরের ভারি প্রিয় । শিবেনের রুমমেট গোয়েন্দা নিশাকর ওর কেস সলভের গল্প বলতো । কোনো ঘন জঙ্গলে এক বুড়ো , লোক নেমতন্ন করে নিয়ে যেতো ও অত্যাধিক ঘুমের ওষুধ দিয়ে হত্যা করে কাছেই এক খোলা ময়দানে চিল শকুনের ডেরায় ফেলে দিয়ে আসতো । নিহত ব্যাক্তিকে খুঁজে পাওয়া যেতো না । সাইকো বুড়ো ধরা পড়েছে । সে মানুষকে নৃশংস ভাবে মেরেই আনন্দ পায় । । সান্ধ্য পার্টিতে নিশাকরের বস মিস্টার আইভর স্মাইলিকে এই কথা জিজ্ঞেস করে শিবেন । উনি হতবাক : নাহ্ এরকম কোনো কেসের কথা তো শোনেননি উনি !

পরেরদিন সকালে ড্যান্ডেনং রেঞ্জের কাছে গাড়ি খারাপ হয়ে যায় শিবেনের । নেমে ঝর্ণায় জল আনতে গেলে দেখতে পায় একটি লাল বুট জুতো ।সায়লেন্ট ভ্যালির দিক থেকে একটি গা হিম করা আওয়াজ ভেসে আসে ! যেন শকুনের দল চিবিয়ে খাচ্ছে কোনো মৃতের শরীর !

মুখোশ

মেলবোর্নে চাকরি করে সুভদ্র। নতুন এসেছে এইদেশে। কাজ করে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে। থাকে প্রহরণ নামক এক সাবার্বে। অফিস ফেরৎ ট্রামে করে অনেকটা পথ আসে এমন একদিনে দেখা পেলো লিসার। বুড়ি। ট্রামযাত্রী। অসুস্থ। আগ বাড়িয়ে পরোপকার করা সুভদ্র ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতেই দরজা থেকে ও হাত চেপে ধরে। খুলে ফেলে মুখোশ। ঠিক এক বৃদ্ধার মতন দেখতে সেই মাস্ক! করুণ স্বরে বলে : অনেকদিন ধরেই আমার বয়ফ্রেন্ড নেই। লোকে হাসে আমাকে নিয়ে। তাই তোমাকে ছলনা করে ধরে এনেছি। আমাকে ফেলে যেওনা প্লিজ! আমি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে। বাবা সাহেব মা লেবানীজ!

সুভদ্রও অনেকদিন ধরেই ভিসাটা এক্সটেন্ড করার কথা ভাবছিলো। সাম্প্রতিক নিয়মের কড়াকড়িতে যা হচ্ছিলো না। এরকম এক জলজ্যান্ত পাত্রী পেতে সে ও খুশি! অ্যাটলিস্ট এবার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি তো পেয়ে যাবে! মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে যুবতী রূপসী লিসা যা আদতে ওর রোড টু ভিসা।

পুজো

কর্ণাটকের এক শহরতলি । পাল পাল উত্তর পূর্ব ভারতীয় মানুষ এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন মুসলিমদের দাঙ্গার ভয়ে যদিও ওদের সজাগ চোখ চারপাশে । দশেরা আগত । হিন্দু পুরোহিতেরা পুজো, রাবণ নিধন নিয়ে ব্যস্ত । বেগম পরভিন ধর্মস্থানে প্রবেশাধিকার পাননা নারী বলে । নিজগৃহের পেছনে একটি ক্ষুদ্র দরজা । সেখান দিয়ে রাতের আঁধারে পাহাড়ি হায়নাদের তোয়াক্কা না করে পালিয়ে যাচ্ছেন অনেক মানুষ । বেগম সাহেবার কল্যাণে । ফেলে যাওয়া পথের পাশেই ক্রমাগত বাজছে কাসর ঘন্টা । মানস মন্দিরে ।

বোরখা

মধ্যভারতের ছোট শহর আলোয়ার । হিন্দু মুসলিমের লড়াইয়ের চেয়েও বেশি জাতপাতের লড়াই হিন্দুদের মধ্যে । গানরসিকা ব্রাহ্মণকন্যা মৃণালিনী প্রেমে পড়লো দলিত পুত্র মকরন্দের । বাড়িতে কড়া শাসন , জোড়া জোড়া চোখ সদাজাগ্রত । পাহারা দিয়ে চলে । সঙ্গীত বিশারদ বোরখা আবৃতা তসলিমা বেগম আসেন নিয়মিত গান শেখাতে । আগে সপ্তাহে একদিন আসতেন এখন রোজ ।

চাঁদনি রাতে মূল ফটকের উল্টো দিকে বোরখা খুলে হাসে মকরন্দ । আজ কোমল রে বাজাতে গিয়ে নি বাজিয়ে ফেলেছিলো --

দার্জিলিং ট্রাভেল্‌স্‌

দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম বুড়ো বয়সে। হেমন্তের রেশ বাতাসে। বাইরে ঘন কুয়াশা। ফেরার সময় একটি ক্যাব বুক করে এলাম। এক হাত দুরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি চালাতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে।

চালককে জিজ্ঞেস করলাম : ফগ লাইট নেই কেন ?

অনেক রূপিয়া লাগে মেমসাহেব।

রুপিয়া দিয়েই করবে। আমরা তো ভালো পয়সা দিচ্ছি তোমাদের। যদি দুর্ঘটনা ঘটে ?

মালিক তো সেটাই চান মেমসাহেব।

মানে ?

ও আমাদের সঙ্গে লাভা , লোলেগাঁও, মিরিক ঘুরে ঘুরে বেশ দোস্ত হয়ে গেছে। মনের কথা খুলে বলছে। কমবয়সী মা মরা ছেলে। গোর্খা। বলছে : মালিক এমনই আছেন। টুটা ফুটা গাড়ি বার

করেন । অ্যাকসিডেন্ট হলে ইন্সুরেন্স কোম্পানি পাইসা দেয় । আর অ্যাক্সিডেন্ট প্রায়ই হয় । অনেক লোক ও ড্রাইভারের ইন্তেকাল হয়ে গেছে । মালিকের উমর জাদা নেহি লেকিন স্রিফ পাইসা চেনেন ।

আমি আঁতকে উঠি –তাহলে তুমি এখানে কাজ করছো কেন ?

খুব করুণ হেসে ও বলে ওঠে : উপায় নেই মেমসাহেব । কাজ করতে গিয়েছিলাম জুট মিলে । সে বন্ধ হয়ে গেলো । কোনো টাকা পেলাম না । এখানে এসে ড্রাইভারি শিখে কাজ নিলাম । মালিক ছাড়তে চান না সহজে । কাজ দেবার সময় বন্ড সই করিয়ে নিয়েছেন ৫ বছরের , সবে তো ২ বছ্ছর হল-- ওঁর পুলিশে বহুৎ চেনাশোনা । বাবা এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট । অনেক ক্রিমিন্যালকে মেরেছেন নিন্দুকে বলে ভালো আদমিকেও । কেউ ইসকে খিলাফ কাম করলে , বাত বললে এনকাউন্টার করিয়ে দিতেন । সবাই ভয় পায় ইন্সপেকটার খিলজিকে । আলাউদ্দিন খিলজি ।

মনে মনে ভাবি: খিলজিই বটে । কথায় বলে হিস্ট্রি রিপিটস্ ইটসেল্ফ ।

পথের ধারে দার্জিলিং এর বিখ্যাত টয়ট্রেন কেমন একটা বিকৃত শব্দ করে চলতে লাগলো হঠাৎ । কুয়াশায় গন্তব্যও জানা শুধু কবে পৌছাবে তা জানা নেই ।

রুদ্রাক্ষ

কেতু চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ পুলিশের হেফাজতে । সকাল সকাল এসে ওরা নিয়ে গেলো কেতু কে । সে সারারাত ধরে সার্ফিং করে । আমেরিকার শহর উডগ্রাসে ,বাড়ির দোতলায় বসেও কেতু অপরাধী । একটি পিঁপড়েও মারেনি যে কোনোদিন ! অপরাধ ? রুদ্রাক্ষ শব্দটা বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে খুঁজে বার করে ওয়েবপেজ খুলে দেখছিলো । তাতেই বিপত্তি । কারণ ঐ শব্দটা ভারতের উগ্রপন্থীরা আন্তর্জালে কোড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করে । পুলিশ যখন জানতে চায় : এরকম সেন্সিটিভ ওয়ার্ড সে সার্চ করছিলো কেন ? বলে : স্পিরিচুয়াল শব্দ যে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে কোনদিন ভাবেনি।

নিছক রুদ্রাক্ষের বিপরীত ফল ?

ময়না তদন্ত

পত্রলেখার স্বামী একজন ডাক্তার। সমুদ্র নগরী কনকপুরের বাসিন্দা। লোকাল হাসপাতালে কর্মরত। হাসপাতালের মর্গে বহু শব ব্যবচ্ছেদ করে থাকেন। এক বর্ষণ মুখর রাতে উনি বাড়ি ফিরলেন কাকভেজা হয়ে। বিষন্ন। বহুদিনের এক সখার , দুর্ঘটনায় ছিন্নভিন্ন দেহাংশ জুড়তে গিয়ে নিজে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছেন -ভেবেছিলো পত্রলেখা ওরফে লেখা। কিন্তু পর্দার অন্তরালে ভিন্ন বিষাদ। শোনা যাক ডাক্তারের মুখ থেকেই :

কলেজে পড়তে বিষাণ (মৃত ব্যাক্তি) আমার বোন সুশীর প্রেমে পড়লো।

সুশী ওরফে সুশীতা- বিষাণ অন্ত প্রাণ কিন্তু বিষাণ যেন বিষাণ বিন্দু।

ওপরে ওপরে ভাব থাকলেও দূরত্ব বজায় ছিলো সুশীর সঙ্গে। আমরা অবাক হয়ে যেতাম দেখে যে ছেলেটি সুশীর সঙ্গে এত মেশে কিন্তু বিয়ের কথা হলেই নিশ্চুপ। আমরা ভাবতে আরম্ভ করলাম যে ছেলেটি ফ্লার্ট। একসময়ে জীবনের নিয়মে সে হারিয়ে গেলো সুশীর

ভুবন থেকে ।আজ এত বছর পরে নিয়তির অদ্ভুত পরিহাসে তাকে দেখলাম মর্গে। দুর্ঘটনায় নিহত।

বয়স বাড়লেও চেহারায় রয়েছে যৌবনের ছাপ। কে বলবে ৪৫ পেরিয়েছে ! নিখুত দেহ , টানটান চামড়া। শুধু নেই একটি টেস্টিস। অন্যটিও অপরিণত। স্বাভাবিক ঋতুর খেলায় সে মেতে উঠেছিলো প্রেমে , মনে মনে। দেহ সায় দেয়নি। থেকেছে চুপ করে , ভুল বুঝেছি আমরা। পারতো না কি সে আমার বোনকে না জানিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলতে ! কিন্তু সুশীর জীবন নষ্ট হতে দেয়নি বিষাণ। সরে গিয়েছিলো চিরতরে নিজের অক্ষমতার কথা না জানিয়েই। কথায় বলে সত্য গোপন থাকেনা। হয়ত তাই আজ এতবছর পরে সত্যের উদ্‌ঘাটন হল --*ময়না তদন্তকালে*।

ভাগ্য চক্র

কম্পিউটার বিজ্ঞানী , ডঃ কিন্নর রায় । বেল ল্যাবের সিনিয়র বিজ্ঞানী । একরোখা , কঠোর , ক্ষমাহীন । সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই এই কারণে । নিজের একমাত্র দিদির সঙ্গেও সম্পর্ক ছেদ করেছে দিদি এক অযোগ্য লোককে বিবাহ করায় । জামাইবাবু পরাগ ভূষণ পাকড়াশী , কিন্নরের দিদি কিঙ্কিনীর তুলনায় কিছুই না । নেহাৎই সাধারণ এক- বি এ পাশ মানুষ যাঁর কাজ কলেজে কেরানিগিরি করা । বলার মত কিছুই নেই তাঁর । ছাপোষা মানুষ । কিঙ্কিনী আই আই টির ফার্স্ট গার্ল । গানে, আঁকায় , নৃত্যে পটিয়সী । এই সর্বগুণ সম্পন্না দিদি এখন তাঁর জামাই বাবুর মতন এক ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের বাহু বন্ধনে ----- বিয়ের আগে প্রচন্ড আপত্তি ছিলো কিন্নরের ---আই কান্ট ইম্যাজিন আ ব্লাডি ক্লার্ক ম্যারিং ইউ । ওর কী এডুকেশান কীই বা এক্সপোজার ? হাউ উইল ইউ স্পেন্ড দা লাইফ টু গেদার ? কিন্নরের চোখে বিস্ময় যেন আজব এক জন্তু তার দিদিকে বিয়ে করতে চলেছে । দিদি কোনো বাদানুবাদে যায়নি । একসময় বাবা -মাকেও কিন্নর বাধ্য করেছিলো কন্যার সাহচর্য থেকে বেরিয়ে আসতে । দিদির মুখদর্শনও যেন অশুভ ।

গর্ব , গর্বে বুক ফুলে ওঠে বাবা মায়ের সন্তানের জন্য । সেই সন্তান ভুল পদক্ষেপ নিলে তাকে কি ছেঁটে ফেলা যায় ? ফলত দূরত্ব বাড়ে পুত্রের সঙ্গে । আন্তর্জালে পাত্রী খুঁজে পুত্র বিয়ের চেষ্টা করে কিন্তু বাড়ির লোককে সামনে না আনায় বহু ক্ষেত্রেই বিয়ে ভেঙে যায় । অবশেষে এক জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হয় । মেয়েটি খুবই মেধাবী – ঈষৎ পৃথুলা । সহজে পাত্র জুটছিলো না । ক্লিভেজ উন্মোচন করেও বিশেষ সুবিধে হয়নি । সাহসী সাজ যেন অরণ্যে রোদন । কিন্নর আবার ইন্তেলেকচুয়াল । নারীর সৌন্দর্য্য তাঁর কাছে গুরুত্বহীন । তার মতে চেহারা ফেহারা নিয়ে চটুল লোকেরা মাথা ঘামায় – সে সেরিব্রাল মানুষ পছন্দ করে । অতএব বিয়ে হয়ে গেলো । কিন্তু সেরিব্রাল বললেই কি সারাজীবন তার সংস্পর্শে থাকা যায় ? যায় না । ভাগ্যচক্র এমনই এক বস্তু । তারই চক্রে পিষ্ট হয়ে ডঃ কিন্নর রায় আজ এক ব্যাঙ্কের কাউন্টার কর্মী । ক্লায়েন্ট ছুঁড়ে মারে চেক ও টাকার বান্ডিল তারই দিকে , অবহেলায় । থাইরয়েডের ক্যানসারে আক্রান্ত কিন্নর বেশি পরিশ্রম করতে পারেনা । জীবন চালিয়ে যাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন কাজেই কিছু না কিছু করতেই হয় ।

দিদি জামাইবাবুর মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত , শ্যাওলা ধরা কোয়ার্টারের কোণায় গভীর রাতে মায়াবী হাসি হেসে ওঠে বাঁকা চাঁদ ।

কোকেন

ভারতের মতন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে যেখানে নেতা, নেত্রী ও মন্ত্রী মশাই সবাই ষড়যন্ত্রী মশাই সেখানে আজকাল যদি হঠাৎ সৎ নেতার আবির্ভাব হয় লোকে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে ওঠে । হল কি !বটে ! এরকমও হয় নাকি ? ---

নেতা কৃপাল সিং । তার পার্টির নাম গডস জাস্টিস । কারণ ওঁনার মতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও তাঁর বিচারে অন্যায়ের স্থান নেই । কৃপাল সিং খুব সৎ ও ক্লিন নেতা । এবং সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়েছেন । সুষ্ঠভাবে চলেছে রাজ্য । ক্রাইম দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ডন্ড হাতে নিচ্ছেন । এহেন নেতার একমাত্র পুত্র দলবীর সিং ধরা পড়লো ড্রাগসের কারবারী রূপে । কোকেন সেবন ও পরিবেশন এবং একই সঙ্গে অন্যান্য হার্ড ড্রাগস্ যুব সমাজে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে তার কঠিন সাজা হল । মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র বলে রেহাই পাবেন , অনেকেই ভেবেছিলেন কিন্তু মন্ত্রী মশাই বড়ই সৎ । নিজ পুত্রকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সমস্ত তাকৎ অর্থাৎ পাওয়ারের প্রয়োগ করেন নি । জেলে ভরেছেন , সুষ্ঠভাবে বিচার হয়েছে ও এখন সে কয়েদখানায় দিন কাটাচ্ছে । পলিটিক্যাল

মাইলেজ খুবই ভালো পেয়েছেন মন্ত্রী মশাই। পার্টির কর্মীরা বারণ করেছিলেন কিন্তু উনি শোনেন নি। তাই তো আজ তার মুখ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। সবাই ধন্য ধন্য করছে -- এরকম সৎ ও নিষ্ঠাবান। কর্তব্য পরায়ণ ----

দলবীর সিং একই সঙ্গে ভারতের জেলে ও সুইজারল্যান্ডের এক হোটেলে। দেখেছেন এক রিপোর্টার। মস্তি করছিলেন দলবীর , নারী ও কোকেন সমেত।

--কোমড়ে দুলিয়ে ---দম মারো দম ---

ভারতের জেলেও আরেক দলবীর , সেও ফুর্তি করছে তার মতন করে কারণ আগামী বেশ কিছু বছর ধরে তার রোটি কাপড়া আর মাকানের চিন্তা নেই। ফুটপাথের বাসিন্দা দলবীর সিং এর ডামি বলজিৎ সিং ও গান গাইছে , নিচু স্বরে ---

জো জিতা ওহি সিকন্দর , নসীব আপনা আপনা ----------

আস্তিক

বনের ধারে সুন্দর এক মহল অর্থাৎ বাড়ি। জনরব : বাড়িতে ভূত আছে। নানান ধরণের স্পুকি অভিজ্ঞতা হয় মানুষের। লোকে ছেড়ে চলে যায়। আজকাল তো কেউ ভূতে বিশ্বাস করেন না তাই বহুবার হাতবদল হয়েছে। বাড়িটির মালিক এক প্রফেসর যাঁর বাজারে সাধু বাবা বলে নাম আছে। ঈশ্বরই সব , তিনিই সব চালান , বাস্তব জগৎ মায়া এইসব তত্ত্ব প্রচার করেন। কলেজে পড়ান। দর্শনের অধ্যাপক।

একদিন এক ছাত্র এসে প্রশ্ন করলো : স্যার আপনি বারবার বাড়ি বিক্রী করেন কেন ? বরং ওটাকে কোনো আশ্রমে দান করে দিতে পারেন। আপনি এত বড় আস্তিক , এই বাড়ি পেলে অনেক আশ্রমের হর্তা কর্তাই উপকৃত হবেন। আর সব কিছুই তো মায়া , কাজেই মূল্যহীন।

প্রফেসর এক চোট হাসলেন। হেসে বললেন : আরে দুর কে বললো আমি আস্তিক ? আমি নাস্তিক , কঠোর ভাবে ভগবান বিরোধি। ঈশ্বর বলে আবার কিছু আছে নাকি ? ওসব বোকা লোকেদের বুদ্ধু

বানাবার প্রয়াস । আর বাড়ি আমি দান করবো কেন ? বার বার বিক্রী করবো , ভূতের ভয় দেখিয়ে লোক ভাগিয়ে নতুন ক্রেতা যোগাড় করে আরো লাভবান হব। সিম্পেল থিওরি । নেই ম্যাক্সওয়েল কন্সট্যান্ট , নেই কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডের অনু পরমানুর খেলা , নেই ট্যাকিওনের কথা , নেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অন্য প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে চুইয়ে পড়ার থিওরি---প্রকৃত প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাও আর মালদার হও । দর্শনের মূল মন্ত্রই আনন্দে থাকা । আর জগৎ তো রিলেটিভ কি বলো ? ক্লাসে পড়াই নি -------!!

পুরুষ

ইঞ্জিনীয়ার পরিতোষ ঘোষ বহুদিন যাবৎ অবিবাহিত ছিলেন। এখনও আছেন তবে নারী সঙ্গ করেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও মহাপুরুষদের গালাগালি দিতে ছাড়েন না। ছোটবেলায় ক্লাসে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো : এই , তুই কোন ঘোষ ? যে পোষে মোষ ??এখন ওগুলো মনে পড়লে গা জ্বলে যায় পরিতোষের ।বড় বড় যোগী পুরুষ ও সাধক সবাই তার মতে ভন্ড ও নিকৃষ্ট শ্রেনীর। বিজ্ঞান নাকি একদিন সব বার করবে। সব বলতে কি তার সঠিক উত্তর ঘোষ বাবুর কাছে নেই। তবুও উনি আশাবাদী। আজকাল চ্যাট হয়েছে। এসেছে বাজারে ওয়েবক্যাম। ঘোষ বাবুর কাছে তরুণীদের মেসেজ আসে। আস্তে আস্তে মেসেজ রূপান্তরিত হয় মাসাজে , যৌন মাসাজ।

মাঝরাত অবধি জেগে বাড়ির লোক শুয়ে পড়লে ঘোষ বাবু ওয়েবক্যামে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেখান , অন্যদিকে এক তরুণী। পকক্ বিম্বোষ্ঠী , নীলনয়না (কন্ট্যাক্ট লেন্সের সৌজন্যে)। হোটেলে গিয়ে সেক্স করেন। লোকে বলে মিড লাইফ ক্রাইসিস। আগে বিয়ে করার কথায় না না করেছেন এখন যৌন বৃশ্চিকের কামড় এড়াতে পারছেন না। পরিতোষ এখন মহাপুরুষদের কিছুটা সম্মান দেন।

কারণ তাঁরা বৃশ্চিককে দমন করতে পেরেছেন । তাই হয়ত তাঁরা মহাপুরুষ , পুরুষ কিংবা কাপুরুষ নন ।

ঘোষ বাবুর দাদা মনতোষ বিয়েটা করেছেন সময়মতই , তবুও---

উনি ডাক্তার । নারীর নাড়ি টিপতে টিপতে ডুবে গিয়েছেন নাভীমূলে । সংসার ধর্ম পালন করেছেন নিষ্ঠাভরে । এখন অবসর প্রাপ্ত । ভাগনে ভোম্বলের আছে ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় লোক চালানের ব্যবসা । অস্ট্রেলিয়ায় জন সংখ্যা অত্যন্ত কম । ভারত থেকে মানুষ ফেরি করা তার কাজ । বছরে কয়েক মাস সে মামাকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যায় । মামী জানেন বেড়াতে যাচ্ছেন । বেড়াতেই যান তবে সমুদ্র কিংবা পাহাড়ে নয় , ওদেশের বেশ্যালয়ে । যোগাযোগ হয় আন্তর্জালে বেশি । সাদা মেয়ে , কালো মেয়ে, বাদামী মেয়ে , হলুদ মেয়ে সমস্ত চেখে দেখা হয়ে গেছে ।

অলস দুপুরে , সুরা পাত্রে চুমুক দিতে দিতে ভাগনে কে বলে ওঠেন অবসর প্রাপ্ত , আলোক প্রাপ্ত ডাক্তার : যিনি অনেক কালচারাল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট –বুঝলি ভোমলা , বৌয়ের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে শালা ক্লান্ত , শেষ বয়সে একটু রান্ডি না চুদলে ভালোলাগে ?

সম্পাদক

হিন্দোল গুপ্ত হোয়েফনারের জন্ম জার্মানিতে । বাবা জার্মানির ইঞ্জীনিয়ার । বাঙালী । মা জার্মান । হিন্দোল দুটি পদবীই ব্যবহার করে একসঙ্গে । পিতা তাকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত , রবীন্দ্রনাথ , বিবেকানন্দ সম্পর্কে অবহিত করেছেন । যত্ন করে বাঙালী রান্না শিখিয়েছেন । এমন কি বাংলা পড়তে ও লিখতেও শিখিয়েছেন । ছোটবেলা থেকে সে অনর্গল বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে যেতে পারতো । এখন হিন্দোল বাংলায় লেখে । কারণ বাংলা তার মাতৃভাষা । জার্মান কিংবা ইংরেজিতে লেখেনা । বেশ ভালই লেখে । প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সুন্দর এক মেল বন্ধন তার প্রতিটি সৃষ্টি । একটি বাংলা ওয়েবজিনে তাকে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করে তার এক বন্ধু । হিন্দোল নারাজ । বারং বার অনুরোধ করেও লাভ হয়না ---আরে এত ঝুল লেখা বেরোয় ওগুলোতে । তুই তোর লেখাগুলো পাঠা । নাম করতে পারবি । লোকেও পড়ে খুশি হবে ।

হিন্দোল অনঢ় , হিন্দোলের কিছু যায় আসেনা তাতে । সে নাম করার জন্য লেখে না । আনন্দে লেখে । তার মতে বাজার চলতি লেখকদের থেকেও প্রতিভাবান লেখকেরা আড়ালে রয়ে যান । সম্প্রতি একজন

মিডিওকার লেখিকাকে একটি ওয়েবজিন অসামান্যা প্রতিভাময়ী বলে হাই লাইট আরম্ভ করেছিলো।

তাতে কারো কিছু যায় আসেনি। কারণ পাঠক অত বোকা নয়। তারা সবই বোঝে।

বহুবার পীড়াপিড়ি করা ও বন্ধুত্বের দোহাই দেবার পর হিন্দোল বলে ওঠে --

আরে কোথায় লেখা দেবো বল তো ? এক বাংলা ওয়েবজিনের সম্পাদিকা আভা বোজ এলো। আমার লেখা নেবে বলে। আমার এক আত্মীয়ের কাছে শুনে এসেছিলো। ভালই ঘনিষ্ঠতা হল। লং উইক এন্ডে আমার স্পোর্টস কারে করে ঘোরা হল , উই হ্যাড সেক্স , গুড ওয়াইন ----লটস্ অফ ফান---

তারপরে লেখা ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলো।

পরবর্ত্তীকালে আমার এক একটি লেখা তার নামে বেরোতে লাগলো। এতদূরে বসে ইমেল ব্যাতীত তাকে ধরার কোনো রাস্তা নেই। ওয়েবসাইটের ঠিকানায় চিঠি দিলে ফেরৎ আসে। কোথায় অফিস কেউ জানেনা। সাইবার পুলিশও এন্টার্টেন করেনা এত হাল্কা কেস। বলে : সারা দুনিয়ায় এত বম্ব ব্লাস্টিং, মার্ডার , রেপ , চাইল্ড সেক্স ----আপনার কেসটা লাইনের অনেক পেছনে।

গোরিলা

ঘন অরণ্যে গোরিলার বাস । তাঁবু পড়েছে একদল শখের আলোকচিত্রীর । তার মধ্যে অগ্রগণ্যা নিশা বসু । ফটোগ্রাফির হাত ভালো এছাড়াও সে একটু দামাল মেয়ে । চিরাচরিত ছবির বদলে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করতে বেশি ভালোবাসে ।

তাই ওরা তাঁবু গেড়েছে এই বনে । কিছুদিন বাদে নিশা ধর্ষিতা ।

জানা যায় একটি বন্য গোরিলা তাকে ধর্ষণ করেছে , শুধু তাই নয় নিজের পায়ুর মধ্যে নিশার স্তন বৃন্ত প্রবেশ করিয়ে রমণ করায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে বেচারীর নরম নিটোল শরীর । খবর পড়ে গোরিলা বিশারদ ডঃ হেমকান্তি কৈরালা জানান যে ভারতের বনে গোরিলা কি চোরাশিকারিরা আনলো ? তিনি জীবনে অনেক গোরিলা দেখেছেন কিন্তু জানোয়ার মানুষের মতন পার্ভার্ট হয়না । তদন্ত বাড়ে এবং ধরা পড়ে এক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী লেখক । আমেরিকার বাসিন্দা । আমেরিকায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে । নিজের বিধবা মাকে কামরসে টসটস লেখক *anal sex এবং ওরাল সেক্সে বাধ্য করে । এখন পুলিশের ভয়ে* পালিয়ে এসেছে ভারতের গভীর বনে । ভায়াগ্রা নিয়ে –গোরিলার পোশাক পরে ; বুক বাজিয়ে আদিবাসী মহিলা ও সভ্য জগতের নিশাদের সে টার্গেট করে সীমাহীন দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় । আরো জানা যায় লোকটি খুব জ্ঞানীগুণী ও ভালো তবলাবাদক ।

লেখক কল্লোল প্রসাদ মিত্র মুস্তাফিকে মা আদর করে আগে ডাকতেন কল্লু । এখন ডাকেন : উল্লু ।

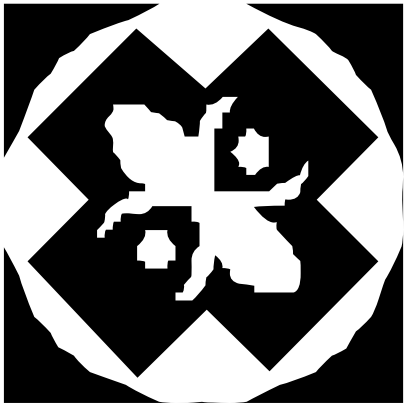

বন্ধু

ঋষিকেশ দেবের বিদেশ আসার মাত্র দুই বছর হয়েছে । পড়তে এসেছিলো বাংলার মফ:স্বল থেকে । এখানে এসে রুমমেট হিসেবে পায় এক ভারতীয়কে । ছেলেটি বেজায় ভালো, মেল নার্স হিসেবে কর্মরত । নাম নারায়ণ পাড়িয়া । ঋষির জামাকাপড় ইস্ত্রি থেকে শুরু করে লাঞ্চ বানিয়ে দেওয়া সমস্ত করে দিতো । নারায়ণ ছিলো ফেনোমেনাল কুক । কথা হত ইংলিশে । বিদেশের একাকীত্ব কাটতো গল্প গুজবে আর নেটের চ্যাটে । কত বন্ধু সেখানে । তবে রোজ ঝগড়া হত । উনিশ থেকে বিশ হলেও কোমড় বেঁধে ঝগড়া করতো ওরা । তারপর অন্য সাইটে গিয়ে নোংরা কমেন্ট দিতো , গালাগালি দিতো ।

ঋষির খুব খারাপ লাগতো ! যখন প্রথম চাকরি পেলো ,জানিয়েছিলো ফোরামে । ওমা ! ওরা যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে এমন ভাব ! এইসব দেখে দেখে ভেঙে পড়ে খুব । নারায়ণ ইংলিশে বলে : মানুষ এরকমই । তুমি নতুন নামছো বাইরের দুনিয়ায় । পরে দেখবে এরকম মানুষেই দুনিয়া থিক থিক করছে !

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানে ওরা যায়না । সেদিন নবমীর দুপুরে গরম গরম খিচুরি ও বাংলাদেশী দোকান থেকে আনা ইলিশ ভাজা খেতে খেতে ঋষি খুব মনমরা হয়ে ছিলো । নারায়ণ আজব ছেলে । স্নান করে খাবার পরে । স্নান করতে করতে হঠাৎ গান গেয়ে উঠলো এবং আশ্চর্য সেই গান --রবীন্দ্র সংগীত , ভরা থাক স্মৃতিসুধায় হৃদয়ের পাত্রখানি ! লম্ফ দিয়ে ঋষি বাথরুমের দরজার কাছে !

বের হ , বের হ উল্লুক , তুই বাঙালী দুই বছর ধরে বলিস্ নি ?

হ্যাঁ আমি মেদিনীপুরের ছেলে । আমি ভেবেছিলাম তুমি কপিলদেবের মতন ঋষিকেশ দেব ।

আর আমি ভাবছি পাড়িয়া তো বাঙালী পদবী নয়,দেখ আমার সীমিত জ্ঞানের অবস্থা ।

দুজনেই জোরে হেসে ওঠে । মনমরা ঋষি হঠাৎ ভীষণ সতেজ । সদ্য বৃষ্টি ধোয়া নবীন ঘাসের মতন ! সেদিন বিকেলে ওরা প্রথম গেলো ১২০ কিলোমিটার দুরে একটি বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানে । সেখানে ওর বেশির ভাগ নেটের বন্ধুদের দেখা পেলো ।

আর অবাক কান্ড ওরা সবাই কী ভালো ! এত ভদ্র ও মার্জিত যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এরাই আন্তর্জালে এক একটি বিচ্ছু মানুষ !

হেসে বলে বিজ্ঞানী বিক্রম দত্ত : আরে বিদেশে এইসব নিয়েই বেঁচে আছি !

গালাগালি বাংলায় হলে মন্দ কী ? কারো ক্ষতি তো হচ্ছে না !

এই দেখ তুই সত্যি যদি আমাদের অপছন্দ করতিস তাহলে কি এখানে আমাদের একগাল হেসে স্বাগত জানাতিস ?

: বটেই তো বটেই তো – বলে ওঠে নারায়ণ যে ওদের সঙ্গে খুব মিশে গেছে । নারায়ণ নেটে আসেনা অবশ্য । সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ওরা ছবি তুললো ----- ফেরার সময় **খিস্তিভাস্কর** , গালাগালি চূড়ামণি – হাই প্রোফাইল এক্সিকিউটিভ কমলিনী এক মুখ হেসে অবশ্য বললো : নেটে কিন্তু যুদ্ধং দেহী ! ওখানে আমরা মহিষাসুর । আর অন্তরে মা দুর্গার অংশ !

এরা এদের রোজগারের বিরাট অংশ নানান দরিদ্রদের জন্য কাজ করা সংস্থায় দান করে দেয় ।

গণৎকার

মোম গান্ধীর স্বামী দীনেশ গান্ধী একজন ইনোভেটর। অনেক পেটেন্ট আছে ওর।

পয়সাও প্রচুর। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে বিলাসবহুল বাড়ি কেনা আছে।

বুগাটি চড়ে। স্পোর্টস কার চড়ে। মেয়েটি অবসর সময় পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরে ইন্তেলেকচুয়ালদের বক্তৃতা শোনে, নতুন নতুন জিনিস জানা ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করে। সম্প্রতি এন আর আইদের একটি পত্রিকাতে এক বিজ্ঞাপন দেখে যায় এক ভারতীয় জ্যোতিষীর ডেরায়। মূলত যায় এর ১০০ পার্সেন্ট ভবিষ্যৎ বাণী ফলানোর কারিকুরি দেখতে। বিজ্ঞাপনে সেরকমই লেখা ছিল কিনা!

দুনিয়ায় কোনো কিছুই ১০০ পার্সেন্ট পার্ফেক্ট নয়! শুনেছিলো এক ইন্তেলেকচুয়ালের কাছে! জনবসতি ঘেরা ব্যারাক ধরণের এক বাড়িতে হাজির হয় সে। একটু দূরে শফারের হাতে গাড়ি ছেড়ে পদব্রজে পৌছায় দরজার কাছে। গণৎকার হাসি হাসি মুখে স্বাগত

জানায় অন্ধ মোম গান্ধীকে । আসলে প্র্যাকটিক্যাল জোকে অভ্যস্ত মোম অন্ধ সেজে গিয়েছিলো । কিন্তু হল এক মজা ! তাকে গুচ্ছের দেবতার ছবি লাগানো ক্যাটক্যাটে কমলা , গোলাপী ও হলুদের এক দমবন্ধ হওয়া চেম্বারে যা এই বিদেশের আবহাওয়ার সাথে বেমানান বসিয়ে গণৎকার নানান জিনিস জিজ্ঞেস করতে লাগলো ।

মোম বললো : আমি বেকার । গত ১ বছর যাবৎ । নতুন মাইগ্রেন্ট । জমানো টাকায় চলছিলো , বলুন কবে চাকরি পাবো ! ভাড়া বাড়িতে থাকি ।

জ্যোতিষী হাতটাত নেড়ে চেড়ে বললো : আপনার তো সমূহ বিপদ সামনে ! একাদশে বৃহস্পতি তো নয়ই । প্রায় ফুটপাথে বসতে চলেছেন , ১০০০০ ডলারে নবগ্রহের পুজো দিন নাহলে সাতদিনের মধ্যে গৃহহারা হবেন ! বাড়িওয়ালা বার করে দেবেন !

এত টাকার কথা শুনে মোম বলে : আমার হাত তো শুন্য আমি এত টাকা দিতে পারবো না !

জ্যোতিষী , যার নাম স্বামী কর্কটানন্দ বাঁকা হেসে বলে: তাহলে পথে বসুন! টাকার কথা সবসময় ভাবতে নেই ! ধার করে পুজোটা করেই ফেলুন ! আমাকে বন্ধু ভাবুন ! আমি আপনার উপকার করতে চাই , বিদেশে এইভাবে পথে বসবেন একজন

নয়নহীনা ভদ্রমহিলা ------ !!

মোম সবিনয়ে জানায় যে টাকা কোনমতেই জোগাড় করা সম্ভব নয় । এবং বিদায় জানিয়ে চলে আসে । কর্কটানন্দ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলে: তাহলে ফুটপাথই আপনার উপযুক্ত স্থান !

প্রথমেই মোমকে দৃষ্টিহীনা ভেবে তারই সামনে গণৎকার একটি ক্যাবিনেট খোলে । কিছু বই বার করার সময় সে দেখতে পায় যে

সেখানে অনেক বন্দুক ও সোনার ইট ভর্তি। ফিরে এসে পুলিশকে জানায় যে এই লোকটি গণৎকারের আড়ালে এক ঠগবাজ! কি করে এরা ভিসা পাচ্ছে ??

পরেরদিন জ্যোতিষী স্বামী কর্কটানন্দের বাড়ি রেড হয় ও তাকে জেলে পুড়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। খবরের কাগজের হেডলাইন হয় :

ফ্রম রিচেস টু র‍্যাগস্ -ইন্ডিয়ান ফ্রডস্টার সোয়ামী কারকাটানান্দা জেলড্ , সিজড্ গোল্ড ওয়ার্থ মিলিয়ন্স অ্যান্ড ইলিগ্যাল ফায়ার আর্মস্ ফ্রম হিজ লেকল্যান্ড হোম্।

২০১০ পুজো

মেলবোর্নের কাছে একটি বাংলাদেশী দোকানে যাই মাছ কিনতে। মাছ আমার শহরেও পাওয়া যায় কিন্তু ওখানে যাই বাঙালী মাছ যেমন ইলিশ , ট্যাংরা , পোনা এইসব কিনতে। মালিকের নাম হারুন অল রশিদ। এসেছেন বাংলাদেশ থেকে। আমার সঙ্গে বেশ জমে উঠেছিলো। আমি বাচাল নই তবে আলাপী। শুনলাম উনি আমার শহরেও বেড়াতে যান। বললাম : কখনো যাবেন গরীবের কুটিরে। হেসে বললেন : জামু অখন। সময় পাইনা বুঝলেন না !

পুজো এসে গেছে , মাছ কিনতে গেছি । বাড়িতে কিছু অস্ট্রেলিয়ানকে ডেকেছি বেকড্ ইলিশ খাওয়াবো বলে। দোকানে গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ। পাশের দোকানে জিজ্ঞেস করতে বললো যে রশিদ সাহেব মারা গেছেন।

-মারা গেছেন ! চমকে উঠি , কী শুনছি ?

-কি করে ? সঙ্গী প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। পাশের দোকানী জ্যারড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপরে বলে : খুব অদ্ভুত ঘটনা। বোধহয় দূর্ভাগ্য একেই বলে ।রশিদ আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে ওখানে

গিয়েছিলো । আপনার তো মোবাইল নেই, ল্যান্ডলাইনে ধরতে না পেরে আমাকে ফোন করে বলে যদি বাই এনি চান্স আপনি এখানে আসেন আমি যেন ওর কথা বলি । তারপর আর কী বলবো বলুন তো !ওয়াইল্ড লাইফ পার্কে গিয়েছিলো সময় কাটাতে । রেপটাইল এনক্লোজারে গিয়ে দেখছিলো , সাংঘাতিক বিষাক্ত সব সাপ । হঠাৎ একটি ক্যাঙ্গারু ওখানে ঢুকে পড়ে । ওরা ওখানে কাছেই ঘোরাফেরা করে ও সব সময়ই ওখানে ঢুকে পড়ে ।

দুটি ক্যাঙ্গারু ঢুকে পড়ে লম্ফ ঝম্ফ করতে আরম্ভ করে এবং তাতে কাঁচ ভেঙে যায় । বেরিয়ে পড়ে মারাত্মক সব সাপ । রশিদ ছিলো অন্যদিকে । পালাতে গিয়ে ছোবল খায় এবং লুটিয়ে পড়ে । কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ । একটি জাপানী ছেলে ছিলো । সে কায়দা করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে । বোধহয় কুংফু -টুংফু শিখেছে । কিন্তু চিরদিনের মতন হারিয়ে যায় হারুণ । পার্কের তরফে গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে ওর পরিবারকে ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে , বেশ মোটা পরিমাণে । আপনি জানেন না ? কাগজে পড়েন নি ?

এখানে তো বাড়িতে রোজ কাগজ দেবার চল নেই , আমরাও কিনিনা । আন্তর্জালে খবর পড়ি কখনো সখনো । কাজেই জানতাম না ।

সদাহাস্যময় , ঈদের দিনে আমাদের শুভকামনা জানানো , মা দুগ্গার পুজো দেখতে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানে ঘোরাফেরা করা চনমনে তরুণটিকে আর কোনদিন দেখতে পাবোনা ভেবে ব্যাথায় কেঁপে উঠলো বুক । এক অদ্ভুত কষ্ট আমার অন্তরে । জ্যারডকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেলাম । মনে হল ২০১০ এর পুজোটা আমার সত্যি বিফলে গেলো ।

গুরুদেব

হঠাৎ এক মহামানেবর আবির্ভাব হয়েছে , ভিখারিবাবা । অসাধারণ সাধক । জন্মের আগেই তাঁর মায়ের কানে কানে স্বয়ং কবীর এসে বলে গিয়েছিলেন : বেটি , তোর গর্ভে আমি আবার আসছি ।

ঝাক্ড়া চুল , অটুট যৌবন । এহেন মহাপুরুষের চেলাচামুন্ডার সংখ্যা স্বভাবতই বেশ বেশী । বেশী ভক্ত আসেন বিদেশ থেকে । বিদেশী সিটিজেন , এন আর আই ---বাবা বাবা --ব্যা-এ-এ-বা --- ছাগলের মতন ব্যা -ব্যা করতে করতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন । তবে বাবার ক্ষমতা আছে । বহু সমাজসেবা করেছেন , ফ্রিতে স্কুল , কলেজ , গরীবদের খাবার বিতরণ আরো যতরকম হয় । কারণ উনি কর্মযোগী । তা কর্মযোগীই বটে । গীতায় বলা আছে এমন কর্ম করবে যা ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত । রামকৃষ্ণদেব বলে গেছেন ভগবানে সমর্পিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্মের কোনো মূল্য নেই ইত্যাদি কিন্তু বাবাজীর গীতা আলাদা । উনি লোকের উপকার করেন আবার তার থেকে মাইলেজ নিতেও ছাড়েন না । আর ক্ষমতা না থাকলে ওঁনার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় ? আন্তর্জাতিক অস্ত্রব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে ইতালিয়ান মাফিয়া যাঁরা ভারতের

এক নেত্রীর আত্মীয় বলে বাজারে গুজব আছে কিংবা নেশার বস্তু চরস, গাঁজা , মারিয়ানা ইত্যাদির ডিলার সবাই বাবাজীর কথায় ওঠে বসে । বাবা সমাজসেবার মুখোশের আড়ালে সবকিছুই করেন- ভক্তের কচি কচি শিশুদের যৌন অত্যাচারও । লোকে বলে ইন্টারন্যাশেনাল লেভেলের মাফিয়া - আসলে এই ভিখারি বাবার ওপরে সবাই হাড়ে চটা । ভক্তরা অবশ্য এসব বিশ্বাস করেন না । তাঁদের যুক্তি -বাবা খুবই উচ্চস্তরের আত্মা , এগুলো নিন্দুকের রটনা ।

একদিন ঝাঁসির আশ্রম থেকে দিল্লী যাচ্ছিলেন । প্রচন্ড কুয়াশায় গাড়ি দুর্ঘটনা হয় । এক চেলা ও বাবা বেঁচে ছিলেন । অন্যরা সবাই মৃত । দামী এস ইউ ভি একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছে চেপ্টে । কোনরকমে দেহ টেনে বার করে দুজনে । চেলা ভগবানের বড় ভক্ত । সমস্ত অঞ্জলি তার নিবেদিত হত ডাইরেক্ট কৃষ্ণকে , বাবাকে নয় । বাবা উপলক্ষ্য মাত্র । দেহরক্ষীর (মহাপুরুষের শত্রুর অভাব ছিলনা) হাই এন্ড বন্দুক ক্যালাশনিকভ্ বার করে মৃতপ্রায় বাবার দিকে তাক করে পর পর কটি গুলি ছোড়ে ভক্ত । যখন দেহটা একদম স্থির হয়ে গেলো তখন ভক্তের মুখ থেকে কটি শব্দ বেরোলো -- *মর শালা , গরুদেব । হায় কৃষ্ণ -হায় কেশব আমার অপরাধ ক্ষমা করো , হিন্দু ধর্মে গো-হত্যা পাপ , কিন্তু আমার আর উপায় ছিলনা !*

কবি স্ক্যাম

কবি পলাশবরণ দাস খুব নাম করেছেন বাংলায় । সবাই বলেন : প-দা । নতুন ধরণের কবিতা যা সুরের মতন করে লেখা তা লিখে উনি দারুণ জনপ্রিয় । সেই কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে , নাম ঝপাং ঝপাং । ওঁর কবিতা পড়লে মনে হয় যেন গান অপেক্ষা করে আছে উড়ে যাবার -এতই সুরেলা । আধুনিক কিংবা অত্যাধুনিক কবিতা তাঁর একেবারেই না পসন্দ । যাঁরা ওর রচয়িতা তাঁরা সবাই বদ্ধ উন্মাদ , প-দার মতে । নিন্দুকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই । তাঁরা বলে : ধুস্ শালা গানই যদি শুনতে হয় ক্যাসেট কিনে শুনবো ওঁর কবিতা পড়বো কেন ?

কবিবর খুব বিদেশে যান । এন আর আইরা তাঁকে নিয়ে যান । তাঁদের বাড়ি থেকে খেয়ে সাহিত্য সভা করে ফিরে আসেন । বদলে তাঁরা কলকাতায় এলে ওঁর বাড়িতে থাকেন । অবশ্যই যাঁদের কলকাতায় বাড়ি নেই । যাঁদের আছে তাঁরাও থাকতে পারেন কারণ কবির বাড়ি বেশ বড় । অট্টালিকার মতন । বাঙালী কবি লেখকদের তো এত পয়সা হয়না ! বোঝাই যাচ্ছে ইনি খুবই জনপ্রিয়, বইয়ের বাজারে । সদাহাস্যময় , নম্র , নবীন কবিকে প্রতি

নমস্কার করা এই প-দা কে একদিন হঠাৎ পুলিশ হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেলো। সবাই চমকে উঠলো !

যাব্বাবা ! হল কী ?

পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিষয়ে খবর :

কবি পলাশবরণ দাস , বাড়িতে এন আর আইদের তুলে বেডরুমে ও বাথরুমে গুপ্ত ক্যামেরা ফিট করে নোংরা ছবি তুলতেন। তারপর সেইসব ছবি চড়া দামে আন্তর্জালের মাধ্যমে পর্ণো সাইটে বিক্রী করতেন। এক এন আর আই ওঁর বাড়ি উঠেছিলেন। সেখানকার কিছু রঙীন মূহুর্ত একদিন উনি একটি পর্ণোসাইটে দেখতে পান। দুইয়ে দুইয়ে চার করতে সময় লাগেনি। এবং তাঁর অভিযোগ পেয়ে কবিবর জেলের ঘানি টানছেন।

খবরটি পড়ে পলাশ বরণের ভক্তদের মুখ সত্যিই পলাশ বরণ হয়ে গেলো।

চন্দ্রমল্লিকার জন্য

দুর্গা পুজো এসেছে। বড় বড় প্যান্ডেল , আলোর রোশনাই , মৃন্ময়ী আর চিন্ময়ী , খাটো স্কার্ট, ব্লাউজ – উপরি পাওনা ক্লিভেজ সমস্ত কিছুর এক অদ্ভুত সুন্দর মিলন ক্ষেত্র এই পুজোগুলি।

ফুটপাথের বাসিন্দা ও গরীব মানুষের হাহাকার ছাপিয়ে এক একটি পুজো প্যান্ডেল যেন বলতে চাইছে : দেখো আমায় দেখো । আমরা গরীব নই। অর্থের স্রোতে বয়ে যাচ্ছে দু:খ। না পাওয়ার কষ্ট।

ঐন্দ্রিলা দত্ত। সাউথ পয়েন্টের ব্যাকবেঞ্চার। পাস কোর্সে বি–এ পাশ। সন্তোষপুরের মেসে থাকা এক গেঁয়ো ইঞ্জিনিয়ারের গলায় ঝুলে পড়েছিলো। গ্রামীণ ইঞ্জিনীয়ার শহুরে মডের প্রেমতীরে বিদ্ধ। ফর ফর করে ইংরেজি বলে – দাঁত কিড়মিড় করে ইংরেজি গান গায় – ––গোলাপী লিপস্টিক লাগিয়ে , রোদচশমা এঁটে একেবারে ঐশ্বর্য রাই। বিয়ে হয়ে গেলো। একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার পাড়ি দিলো ম্যারিকা অর্থাৎ অ্যামেরিকা। এই ২০১০ এ পুজো দেখতে কলকাতা এসেছেন সপরিবারে। আসা অবধি বিদেশের

গুণগান ও ভারতের বদনাম , ঐন্দ্রিলার মুখে যা শুনে শুনে সবাই ভাবছেন : কি হনু ! আপদ বিদায় হলেই বাঁচা যায় ।

যোধপুর পার্ক পুজো প্যান্ডেলে ঢোকা দায় ! এবার এই পুজোটাই সব থেকে চিত্তাকর্ষক বলছেন মিডিয়ার মানুষ । ছেলেকে ওর প্রিয় ফুল মামস্ অর্থাৎ ক্রিসেন্থিমামস্ কিনে দিয়েছেন । ছেলে খুব খুশি । বাবা- মায়ের হাত ছাড়িয়ে কোথায় ঢুকে পড়েছে ।

প্যান্ডেলের পেছনে হঠাৎ এক ব্যাক্তিকে দেখা গেলো । প্রচুর আর ডি এক্স নিয়ে এসেছেন , দেখে মনে হচ্ছে ফলের বাক্স । বিস্ফোরণ হবে ! মাওবাদীরা ধ্বংস করে দেবে এই প্যান্ডেল । কারণ একটা চেতনা যাঁকে কেউ কোনদিন দেখেনি তাঁর পুজোর নামে এত অর্থ ব্যয় হচ্ছে , এদিকে গরীব মানুষ খেতে পাচ্ছে না ।

অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হল ৬৭৮ । কোড নেম । এমন সময় ওদের হেড হঠাৎ হাতের ইশারায় থামতে বললেন । কারণ একটি বাচ্চা ছেলে যে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো এবার কাছে এসে বললো : মাও জেঠু মাও জেঠু এই মাম্স্ ফুলটা নাও আর সবাইকে ছেড়ে দাও । আমার কাছে এখন তো কিছু নেই , ইউ এস এ ফিরে গিয়ে বাবাকে বলবো গরীবদের জন্য ডলার পাঠাতে । আমি অনেক দূর থেকে এসেছি পুজো দেখতে । আমাকে প্রমিস করো জেঠু ।

তুমি দুর্গা হতে চাওনা কেন ? কেন মহিষাসুর হতে চাও গো ?

শিশুর সরল কটি কথায় মাওবাদীর হৃদয়ে বুঝি দয়ার উদ্রেক হল । ক্যাজুয়্যাল ভঙ্গীতে চন্দ্রমল্লিকার মিষ্টি সুবাস নিতে নিতে তারা মিলিয়ে গেলো পুজোর হাওয়ায় ।

দাতা কর্ণ

ইট ওয়াজ মাই প্রিন্সিপাল রিলেশনশিপ। আই মিস হার আ লট।

বলেই মুখে একটি দু:খ দু:খ ভাব এনে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনব অগ্নিহোত্রী। কথা হচ্ছিলো শোয়ের ফাঁকে ফাঁকে । এক গ্ল্যামার গার্লের বিষয়ে কথা হচ্ছিল যিনি সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। এই রিয়েলিটি শোতে অভিনব বিশেষ অতিথি। কয়েকটি গেম খেলবেন। জিতলে কোটিটাকা পাবেন।

যথা সময় শুরু হল খেলা । অভিনবের বিদেশে গ্যাম্বলিং করে অভ্যাস আছে।

ওখানে গ্যাম্বলিং খুব সিস্টেমেটিক। বহুবার উনি জিতেছেন তাই এই খেলায় ভাগ নিয়েছেন। খেলা শেষে দেখা গেলো উনি ১ কোটি টাকা পেয়েছেন। কিন্তু অপূর্ব মানুষ অগ্নিহোত্রী। পুরো টাকাটাই দান করে দিলেন একটি মহিলা সংস্থাকে যাঁরা দুস্থ , বিকলাঙ্গ মেয়েদের হয়ে কাজ করে । এই তো দীপাবলির সময় , একটি ভালো কাজ করে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করলেন।

খেলা শেষে পর্দার অন্তরালে দুই চ্যানেল কর্মীর বাক্যালাপ :

নিলেন চ্যানেল থেকে ৫ কোটি । তার মধ্যে থেকে মাত্র ১ কোটি জেতার ভান করে দান করে দিলেন ! লোকে আবার এগুলো বিশ্বাসও করে !

কলির ডিজিট্যাল দাতা কর্ণ একেবারে !

ভয়

রুকসানা মোবাইল অফ করে নরম সোফায় ধপ্ করে বসে পড়লো। পাশে রাখা এক গুচ্ছ তাজা পদ্ম। পদ্ম নিজের বাগানের। ঘর সাজিয়েছিলো বেন আসবে বলে। বেন ওরফে বেঞ্জামিন ওর কোম্পানির চিফ ম্যানেজার। যার প্রেমে রুকসানা পাগল। ৪৫ বছরের বেন কিন্তু রুকসানাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয় না। রুকসানার বাবা হানিফ সাহেবের এই কোম্পানি বিভিন্ন তন্তু থেকে নানান দ্রব্য তৈরি করে। বিদেশে রপ্তানি করে। হায়দ্রাবাদ শহরের বেশ নামী ব্যবসাদার। অভিজাত। হাই প্রোফাইল। সংস্কারমুক্ত।

বেন অ্যাংলো। আই আই এম।

তুখোড় ম্যানেজার। বি স্কুল জার্গন মানে না। নিজের নিয়ম নিজেই বানায়।

মালিকের মেয়ে হলেও রুকসানা একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে এই কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে। ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি। কাজ করে বেনের তত্ত্বাবধানে। অদ্ভুত এক মায়াজালে আবদ্ধ সে বেনের সঙ্গে

মনে মনে। কিন্তু অপর পক্ষ তাকে ক্রমাগত হ্যারাস করে , গালাগালি দেয়।

প্রচুর খাটায়। মালিকের মেয়ে , ধনীর দুলালী বলে ব্যঙ্গও করে।

তবুও রুকসানা বেনকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনা । ওর বাদামী চামড়া , পুরুষ্ঠ ঠোঁট , মেল শ্যভিনিজম ----সমস্ত ভালো আর খারাপ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় রুকসানার কাছে । শবরের প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকে সে । আজ বুঝি সেই প্রতীক্ষার অবসান হল।

বেন আর নেই। সে মৃত। রুকসানাকে বাঁচাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। পুরো শরীর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ভেবেছিলো রুকসানা অফিসেই আছে। ঘরে আগুন দেখে ছুটে যায়।

কিন্তু তার কিছু আগেই রুকসানা চলে এসেছিলো। বেনের যে আজ সন্ধ্যায় আসার কথা তার বাড়ি। আসার কথা কাজেই। তবুও----
–

পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন সাদা শাড়িতে অসম্ভব শুকনো লাগছিলো রুকসানাকে।

চার্চ থেকে বেরিয়ে রোজমেরী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো । ছুটে এলো পারিজাত। আরেক অফিস কলিগ। কিছু কথার পরে বলে উঠলো : বেন তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসতো রুকি । আমাকে বলেছিলো। কিন্তু তুমি মালিকের মেয়ে। যদি তোমার বাবা কিছু ভেবে বসেন তাই দূরত্ব বজায় রাখতে নিজেকে কঠোর ও ক্ষমাহীন রূপে তোমার সামনে হাজির করতো।

মুহূর্তের দুর্বলতায় যেন তুমি ছোট হয়ে না যাও তোমার পরিবাবের কাছে । তোমরা ওর অন্নদাতা । তোমরা অভিজাত বংশ । ও তো অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত ।বাবা মায়ের কোনো ঠিক নেই । তাই নিজেকে মেলে ধরতে খুব ভয় পেতো ।

লণ্ঠন অভিযান

মাউন্ট ইয়ারাইয়ারায় বহু খুন খারাপীর ইতিহাস আছে । নিয়মিত ঘোস্ট ট্যুর হয় । কোনোটা ঘোড়ার গাড়িতে কোনোটা বা পায়ে হেঁটে হাতে লণ্ঠন নিয়ে । এরকমই এক ট্যুরের বাঙালী গাইড প্রতীশ সাহা । ছেলেবেলা থেকে প্রেতপ্রেমী । তবুও কোনোদিন প্রেতাত্মা দেখেননি । গ্রীষ্মের অমানিশায় লণ্ঠন অভিযানে উনি পথপ্রদর্শক । পেছনে টুরিস্টরা । এক এক করে সাতটি ভৌতিক স্থান পরিদর্শন করে গল্প বলতে থাকেন প্রতীশ । শেষ মাইলস্টোনে এসে পেছন ঘুরে দেখেন উনি একা আর কেউ নেই ! পরদিন প্রভাতে খুঁজে পাওয়া যায় সাত ট্যুরিস্টের লাশ ফেলে আসা সাতটি ঘোস্ট হান্টিং স্পটে ।

যেন কেউ অমানুষিক ভাবে খুন করেছে তাঁদের ।

ডালিম চাষ

মুক্তনাথ শনিসম্রাট খুব বড় জ্যোতিষী শুনে কুষ্ঠি করতে গিয়েছিলেন রমা সেন। একটি ঠিকুজি করতে নিলেন নগদ বারো হাজার টাকা। *এরকমই নেন* - বললেন পরাগ পাকড়াশী। অনেকেই করান। জেট যুগে খুব কম সময়ে হয়ে যায়। নিঁখুত ছক, অর্ন্তদশা, মহাদশা, গজকেশরি, দারিদ্র্য, বুধাদিত্য যোগ ফোগ সহ একেবারে। অসম্ভব জনপ্রিয় এই অ্যাস্ট্রোলজার। অন্যদিকে বাজারের নামী নায়িকা পার্শ্বমিতা দত্ত চৌধুরী গুপ্ত। সংক্ষেপে পার্স। য্যামা দেখতে। সব ছবি সুপার ডুপার হিট। স্বপন সাহা, হিহির হাহা, অভিনব চট্টরাজ সিংহ, মস্মিতা কাপাড়ি সমস্ত পরিচালকের সাথে কাজ করেছেন। দূর্দান্ত হিরোইন। বাজারদর আকাশ ছোঁয়া। শুধু *ডিম্পি চ্যানেলকে* সাক্ষাৎকার দেন। অন্যত্র দেন না। কেউ আজ অবধি সামনা সামনি দেখেনি ওকে। কোনো দুঁদে সাংবাদিকও নন। ওর জন্যে কত না ভক্ত সুইসাইড করেছেন। ডিপ্রেশানে চলে গেছেন!

আজকাল ডালিমের খুব দাম । ডালিমের রস খেয়েছো ? মিঠে একটা সুবাস আছে । আজকাল আমি ডালিম চাষ করছি আমার কোম্পানীতে ।

বলেন নাগাধিরাজ সেন ।

ডিম্পি এন্টারটেনমেন্ট ও ডিম্পি ওয়েব চ্যানেলের কর্ণধার ।

একটি সিনেমা বানায় অন্যটি হাই ফাই পোর্টাল । আছে জ্যোতিষ থেকে খুচরো বাজার অবধি সব । শুধু একটি বোতামের দূরত্ব ।

পার্শ্বমিতা কম্পিউটার জেনেরেটেড্ ইমেজ অর্থাৎ অ্যানিমেটেড্ ক্যারেক্টার । আর হাই ফাই জ্যোতিষী মুক্তনাথ আদতে অস্ট্রোলজারই নন । উনি সাধারণ মানুষ যিনি একটি সফটওয়্যার নিয়ে বসে জন্ম তারিখ ও সময় , জন্মস্থান এইসব ডেটা মেশিনে ভরে ঠিকুজি তৈরি করে দেন অল্প সময়ে । নেন নগদ ১২০০০ টাকা । এই সাইবার হাটে বাজারে ।

লাভা

পাড়ার এই ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে সময় কাটায় রঘু । আর আলোচনা করে এক বয়স্ক ব্যাক্তির সাথে একটি উপন্যাস নিয়ে । উপন্যাসটি বেশ উপাদেয় । আমেরিকার প্রথম কালো রাষ্ট্রনেতাকে নিয়ে লেখা । মজার ব্যাপার হল লেখক কোনোদিন আমেরিকা যাননি অথচ নিপুন তুলিতে এঁকেছেন সেই দেশের সামাজিক চিত্র । এরকম তুলনাহীন কল্পনার অধিকারী যেই লেখক তাঁকে দেখার একটিবারের সাধ রঘুর ।

এঁর লেখা পড়তে পায় আন্তর্জালের কৃপায় । আজকাল বাজারের জনপ্রিয় লেখক হেমেন পাল লেখেন মধ্যবিত্ত সমাজের প্যানপ্যানে গল্প । তার রক্ষিতা দময়ন্তী নন্দ । লোকে বলে : ডমে আন্টি । কারণ মহিলাটি লেখকের চেয়ে পাক্কা ২০ বছরের বড় । আগের পক্ষের দুই প্রায় যুবক সন্তান ও স্বামীকে ছেড়ে এসে লেখকের সাথে থাকেন ।

পেশায় সেলাই শিক্ষক । বাড়িতে সেলাই শেখান ও অবসরে বাংলা ফোরামে বসে আই আই টিয়ানদের সাথে তর্ক করেন , ভার্চুয়াল

জগতে বসে ফোরামের লেখকদের ম্যাচুরিটির পরিমাপ করেন ও ফ্রিতে জ্ঞান বিতরণ করেন। কতকটা তারই জন্য বিদেশে বিখ্যাত হেমেন পাল। হেমেন ব্লগ লেখেন। সেই প্যানপ্যানে যত্তসব গল্প।

–আজকালকার লেখকগুলোর যা স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে না! বলে তাকায় বৃদ্ধের দিকে।

উনি হাসেন। তারপর মৃদুভাষী মানুষটি বলে ওঠেন : আমরা গভীরতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। শুধু লেখক কেন? বাংলায় সমস্ত কিছুই নিম্নগামী। আস্তে আস্তে এটা মারোয়ারি ও গুজরাটিদের ডেরা হয়ে যাবে। ভালো বাঙালীরা সবাই বিদেশে ও অন্য প্রদেশে।

মানুষটি বেঞ্চ থেকে উঠে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন লেকের ওপাড়ে। আকাশে অস্তরাগের আলো। এমন সময় এলেন আরেক ক্রেতা। সুবিমল বাবু। আজকাল এর লেখা মহাজাগতিকদেশ পত্রিকায় বার হয়। ধরপাকড়ের রাস্তা ভালই জানেন। আসলে মহাজাগতিকদেশ ফেশ তো কেউ কেনেই না আজকাল ওদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টেই লেখা আছে সেসব, তাই গোবর ঘুঁটে যা খুশি ছাপা হয়।

হন্ত দন্ত হয়ে এসে বললেন : উনি কোথায়? কোনদিকে গেলেন?

বিস্মিত হয়ে রঘু বলে : কে? কাকে খুঁজছেন?

লেখক যতীন্দ্র নারায়ণ দে? লাভা উপন্যাসের রচয়িতা। ওঁর সাথে আমার লেটেস্ট নভেলটা নিয়ে কিছু আলোচনা করার ছিলো। আমিই হেমেন পাল ছদ্মনামে একটু আধটু লিখি টিখি, শুনেছেন নিশ্চয়ই আমার নাম! হে হে!

একটু রাগত স্বরে বলে ওঠে রঘু : না শুনে উপায় আছে? আপনার পি আর এজেন্ট ডমে আন্টি কি না শুনিয়ে ছাড়বেন? তা এবার কি

গদ্যগন্ধর্ব অ্যাকাডেমি না সোজা জ্ঞানেন্দ্রনিবাসপীঠ । যাক্ একদিন লোককে বলতে পারবো , এমন একজনকে একদিন চিনতাম যিনি জ্ঞানেন্দ্রনিবাসপীঠ পেয়েছিলেন ।

গসিপ

সারা ক্লাস ইউ -টিউবে দেখেছে রূপসী প্রফেসর শিরিন বাত্রার যোনি চিত্র । এই মিসের জন্য পাগল শতাধিক ছাত্র । মাত্র ১৮/১৯/২০ বছরের ছাত্ররা ক্লাসের পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা এই মিসের জন্যেই । এক দল তো মিসের স্বামীকে কিডন্যাপ করার প্ল্যানও করেছিলো । শেষে গাইনিকে অর্থ প্রদান করে মোবাইলে তুলে এনেছে যোনিচিত্র । যা এখন সারা বিশ্বের দর্শকের দেখার বস্তু । এবং গসিপের-ও, সমস্ত ছাত্রদের । অর্থের লোভে মেডিক্যাল এথিকস্‌কে বুড়ো আঙুল দেখানো চিকিৎসক বলেছেন -আরে মশাই এ হল ঘোর কলি ! বাবা মেয়েকে আর মা ছেলেকে রেপ করে দিচ্ছে ! সেখানে আমারটা কি খুব বড় অপরাধ ??

কঠিন প্রশ্ন !

বডিগার্ড

নর্তকী মিশমি ঘোষকে আজকাল বডিগার্ড হায়ার করতে হয়েছে। ওর নাচকে লোকে বলে আইটেম সং। তাই একদল মানুষ তাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করেছে। কিছু stalker আছে। নাচের আসরে আক্রান্ত মিশমি। ফিমেল বডিগার্ডের দেহ চুরমার -মিশে গেছে ধুলায়। তবুও মিশমিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে।

রাতে আনন্দ উৎসবে বডিগার্ড সশরীরে হাজির। আসলে সে এক অত্যাধুনিক রোবট।

যাকে দেখতে মানুষের মতন, আচার ব্যবহারও সেরকম।

আত্মা

শেখরের বড্ড লেখক হবার শখ । শৈশবে মা কে হারিয়েছে । বাবা আর বিয়ে করেন নি । একা হাতে তাকে মানুষ করেছেন । একলা সময়টা কাটাতো সে প্লাঁশেং করে । একদিন সে লেখা জমা দিলো নামী পত্রিকায় । খুবই প্রশংসিত হল । ক্রমশ তার নাম হল । লোকেরা বললেন : সে মার্ক টোয়েনের উত্তরসুরী । তার রচনা একেবারে মার্কের মতন । উডলন সিমেটারিতে মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে মুচকি হাসে শেখর মাতন্ডকর । কাউকে আজও বলেনি যে প্লাঁশেং করে সে মার্ক টোয়েনকেই ডাকতো । পরে হত অটোমেটিক রাইটিং , প্রখ্যাত এই ভাষাস্থপতির কল্যাণেই ।

Note: Automatic writing or **psychography** is writing which the writer states to be produced from a subconscious and/or spiritual source without conscious awareness of the content. n spiritism, spirits are claimed to take control of the hand of a medium to write messages, letters, and even entire books. Automatic writing can happen in a trance or waking state... Wikipedia.

ভ্রূণ

শালবনী থাকতো শালডুংরীর কাছে। ডাক্তারি পাশ করে এখানেই খুলেছে মোটামুটি মাঝারি আকারের হাসপাতাল। আজকাল সে এক অদ্ভুত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এখন তো অনেক অবিবাহিতা মেয়ে মা হয়ে যায় , সে তার হাসপাতালে তাদের ভর্তি করে গর্ভপাত করায়। এইভাবে বহু মানুষ তার হাসপাতালে গর্ভপাত করিয়েছে। নিয়মিত নানান চিকিৎসার সাথে সাথে চলেছে এই গর্ভপাত খেলা।

শালবনী বিয়ে করেছে এক গুজরাটি ব্যবসাদারকে। কাজেই টাকার অভাব নেই। ইদানিং তারা কন্টিনেন্ট ট্যুরে যাওয়া আরম্ভ করেছে। কিছুদিন আগে ঘুরে এসেছে এক মরুশহর থেকে। সেখানে এক উটপালক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। মেয়েটি শালবনীকে একটি পুতুল উপহার দিয়েছিলো। পুতুলটি রয়েছে হাসপাতালে। রিসেপশানে।

পুতুলটি আসার পর থেকেই হাসপাতালে শুরু হয়েছে খুন খারাপি। আগে ভ্রূণ হত্যা করা হলে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যেতো না। এখন দেখা যাচ্ছে যে রোগিনী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছেন। কে এই খুনগুলি করছে বোঝা যাচ্ছে না। হাসপাতালের কয়েকজন নাইটডিউটি দেওয়া কর্মী অবশ্য বলছেন যে তারা ঐ পুতুলকে হেঁটে গিয়ে রোগিনীর গলা টিপে মারতে দেখেছেন। হাত লম্বা করে গলা টিপে ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে ক্ষুদ্র নির্জীব পুতুল ! ২০১১ সালে এ কি বিশ্বাস যোগ্য ??

কেন নয় ? মহাবিশ্ব মায়াময়। কী করে কী হয়ে কে জানে ? অণু পরমাণুর খেলাই দেখো না। কোয়ান্টাম জাম্পিং-এর কথা জানোনা ? একই প্রিন্সেস ডায়ানা একসঙ্গে বিভিন্ন মহাবিশ্বে অবস্থান করছেন

। এ তো বিজ্ঞানই বলছে ! তুমি একবার খোঁজ নাও না। বলেন বৃদ্ধ ডাক্তার ড: তোলারাম।

শালবনী পুতুলটিকে কিছুদিনের মতন তার বাড়িতে ঠাকুরঘরে রেখে চলে যায় মরুশহর হাফিদাতে। হাফিদা শহরে যাযাবর শ্রেণী ডোরারাফা আপাতত বাস করছে। তাদেরই মেয়ে সেই উটপালিকা। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিলো। কারণ তার প্রেমিকের সঙ্গে তার একটি সন্তান হয় যাকে দলের লোকেরা গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মেরে ফেলে।

তারপর থেকে সে যেন ক্রোধী হয়ে ওঠে। কোথাও কেউ গর্ভপাত ঘটাচ্ছে দেখলেই সংশ্লিট লোকেদের কঠিন সাজা দেয়। কখনো মেরে কখনো পঙ্গু করে। যার যেমন দোষ তার সাজার পরিমানও সেরকম। অনাহুত সন্তানের প্রাণ নেবার অধিকার তার বাবা মায়েরও নেই। সে আসছে নিজের যোগ্যতায় , ভাগ্যের খেয়ালে। কাজে কাজেই------

শালবনী স্থির করেছে ফিরে গিয়ে গর্ভপাতের বিভাগটি তুলে দেবে। ফেরার পরে দেখে কোনো অজ্ঞাত কারণে ঠাকুর ঘরে পুতুলটির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ও সে পড়ে আছে এককোণায় একতাল পরিত্যক্ত কাপড়ের মতন। হয়ত শালবনীর নেওয়া ডিসিশানের কথা সে শুনতে পেয়েছে হাজার হাজার মাইল দুর থেকে !

মিশেল

ঈশিতা বেশ কিছুদিন হল বিদেশে এসেছে। স্বামী সুচাকুরে। একটি পৃথিবী বিখ্যাত শহরে এসে উঠেছে। সাব আর্বান এরিয়ায় বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করছে। মাসখানেক কেটে যাওয়াতে বাড়িতে ক্লিনিং সার্ভিস থেকে লোক আনিয়েছে ঘর দোর সাফ করার জন্য। উইক এন্ডে ওরা বেশি টাকা নেয়। উইক ডে-তে ডাকা হয়েছে। ঈশিতা এখন বাড়িতেই থাকে। চাকরি পায়নি। পেশাগত দিক থেকে সে একজন স্কুল শিক্ষিকা। এম -এড পাশ করে এসেছে দেশ থেকে। বাড়ির চাকরানী মিশেল এলো একটু বেলা করেই। মিনিট ২০ দেরী দেখে ঈশিতা একটু বকাঝকাও করলো। কাজের সময় একটু বেশি তদারকি করছিলো।

মিশেল বেশ গুছিয়ে কাজ করলো। পরিপাটি কাজ। যত্ন করে করা।

আপনার বাড়িটা বেশ পরিষ্কার। সাধারণত: ভারতীয়দের বাড়িতে ঢুকলেই একটা স্পাইসি গন্ধ নাকে আসে। আপনার উনুনটিও বেশ

ঝকঝকে । আপনারা ও ইতালিয়ানরা খুব তৈলাক্ত জিনিস রান্না করেন।

মিশেলের গলার আওয়াজ ও কথা বলার ভঙ্গিমা ভারি সুন্দর।

ঈশিতা একটু বেশি খ্যাঁক খ্যাঁক করছিলো।

শেষে দেখলো বেশ ভালো কাজের হাত।

যাবার সময় নগদ ৪০ ডলার এক ঘন্টার জন্য , নিয়ে গেলো। একটা কার্ডও দিয়ে গেলো। তাতে যা লেখা তাই না দেখে ঈশিতার চক্ষু চড়ক গাছ। নিজের ব্যবহারের জন্য বেশ লজ্জা লাগছিলো। তার থেকে অনেক বেশি কোয়ালিফায়েড একজন এসে তার ঘর , টয়লেট , কিচেন সব সাফ করে দিয়ে গেলো , হাসি মুখে। কর্ম সংস্কৃতি একেই বলে। কোনো কাজই ছোট নয় , হেলাফেলার নয়।

কাজের লোক মিশেল একজন কোয়ালিফায়েড চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট । নিজের ট্যাক্স ও বিজনেস কনসালটেন্সি ফার্ম আছে। এছাড়াও ক্লিনিং সার্ভিস চালায়।

খুনি মেয়ে

–এটা পেদোফাইলদের জেল । গ্রেসকে এখানে অল্পদিনের জন্যে আনা হয়েছে । ভরাট গলায় বলে উঠলেন জেলার , যোসেফ ল্যাল ল্যাল ।

ড: প্রবাল গুপ্ত এসেছেন জেল পরিভ্রমণে । উনি সমাজ বিজ্ঞানী । ভারত থেকে বিদেশে এসেছিলেন গবেষণার কাজে । এখন অপরাধীদের পড়ান । তাদের মধ্যে যারা মেধাবী সেইসব অপরাধীকে উনি বিশেষ কাউনসেলিং করে কোনো না কোনো শাখায় ঢুকিয়ে দেন যাতে তারা মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে । বিদেশে এই বেশ সুবিধে । এগুলি কোনো সোস্যাল ট্যাবু নয় ।

পুরুষ পেদোফাইলদের জেলে একটি মেয়ে রয়েছে । একা । মেয়েটি মিতভাষী । স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি । আজ পর্যন্ত কোনো অপরাধীকে উনি সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে দেখেন নি । এই মেয়েটি অন্যরকম ।

বাড়ি ফিরে রোজ রাতে তলস্তয়ের রেজারেকশান নিয়ে বসেন প্রবাল । এলোমেলো পাতা উল্টান । তার প্রিয় গল্প । ভীষণ প্রিয় । উনি অকৃতদার । বিয়ে করেন নি । বয়স মধ্য ৪০ ।

উনি কেন বিয়ে করেন নি তার কারণটি খুব অদ্ভুত । লোকে শুনলে পাগল ভাবতে পারে । উনি ভালোবাসতে চেয়েছিলেন এক কয়েদীকে । কিন্তু সেরকম কয়েদী মেলা ভার । কাজেই অবিবাহিত আছেন । মেয়েটি বোধকরি ২৭ -২৮ হবে । অন্য জেলে স্থানান্তরিত করার আগে উনি সময় চাইলেন । বললেন : আমি একটু কথা বলতে চাই । ওর ওপরে গবেষণা করতে চাই । অনুমতি মিললো । কথা বলে জানা গেলো মেয়েটির স্বামী মদ্যপ ছিলো । মদের নেশায় একদিন ওকে মারতে এলে ধস্তাধস্তিতে ওর হাতের সবজি কাটার ছুরি ঢুকে যায় লোকটির গলায় । সে মারা যায় । মেয়েটি খুনের দায়ে জেলে ছিলো । কিন্তু আত্মরক্ষার খাতিরে বলে কম সাজা হয় । এখন সে ছাড়া পেয়েছে । কিন্তু বাইরের জগৎ তার সহ্য হচ্ছে না । জেলের ভেতরটাই বেশ লাগছে । তাই সে আবার কয়েদখানায় বন্দিনী হয়ে থাকতে চায় । যেখানে ছিলো সেখানে নতুন কয়েদীকে রাখতে হবে বলে জায়গা খালি না থাকায় এখানে আপাতত: আনা হয়েছে ।

রেজারেকশানের কাটুশার মতন মোটেই নয় ! তবুও মাধুরী ছড়ায় । স্বপ্ন মাখা নিশুতি রাত আন্দোলিত প্রেম সুবাসে । গ্রেসের হাতে ড: গুপ্তর হাত । ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে চাঁদ ডুবে যায় কয়েদখানার চূড়া থেকে ইন্টেলিজেন্সিয়ায় । প্রবাল গুপ্ত তাঁর জীবনে , প্রিয় গল্প রেজারেকশানকে সেলিব্রেট করতে চলেছেন । *গ্রেসের কাছে আর হয়ত ফেটিশ নয় , কয়েদখানাটা ।*

গাইড

বহুদিন ধরেই ঘোস্ট হান্টিং ট্যুরে যাবার ইচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি বাদলার জন্যে হয়ে উঠছিলো না।

বর্ষা কমতেই হাজির আমরা এক সন্ধ্যায় ভূত দর্শনে। আমাদের গাইড পিটার। পিটার ওবামা। হ্যাঁ বারাক নয় পিটার ওবামা। মূলত অ্যাফ্রিকান। ঘন কালো রঙ। মাথায় ঝাকড়া চুল।

এক মনে বলে চলেছে বিভিন্ন ভৌতিক স্থানের গল্প। কোথায় কবে কীভাবে ভূত দেখা গিয়েছিলো বা যায় এইসব। বললো : যারা বেশি সংবেদনশীল তারা ভূত দেখতে পায় বেশি।

ওদেরও নিজের জগৎ আছে , নিয়ম কানুন আছে তাই সবাই সেই দুনিয়ায় প্রবেশাধিকার পাননা। এত জ্ঞানী যে ভাবা যায়না।স্টিফেন হকিং থেকে আইনস্টাইন আবার রিচার্ড ডকিন্স থেকে বৌদ্ধ্য দর্শন --পুরো মুখস্থ। মানুষ কতরকমভাবে জীবন কাটায়। কেউ বাঁচেন বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় কেউ অতীন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে। বহুবার সে ভূতের হাতে নাস্তানবুদ হয়েছে কিন্তু নিঁখুত টাইমিং ও অভিজ্ঞতা বাঁচিয়ে দিয়েছে। যেমন একবার একটি অট্টালিকার শ্যান্ডেলিয়ার

ওর মাথায় পড়তে যাচ্ছিলো। বলাবাহুল্য ভৌতিক কান্ড ছিলো সেটা ।

আমি খুব মিশুকে। মুহুর্তেই জমিয়ে বসলাম। ট্যুরের পরে একটি জাপানি রেস্তোরাঁতে ঢুকে সুশির অর্ডার দিলাম। ও কিন্তু কিছু খেলোনা। শুধু এক কাপ কফি ছাড়া। বললো : বাড়িতে তিউই অপেক্ষা করবে।

আমার সঙ্গী একটু কৌতুহলী বেশি। জিজ্ঞেস করেই বসলো :

–তিউই কে ?

জানা গেলো সে এক রাজকন্যে। অ্যাব অরিজিন প্রিন্সেস। ১৮২০ নাগাদ তার মৃত্যু হয়েছিলো। আজ এই কায়াহীন রাজকুমারী আসে পিটারের কাছে , নিয়মিত।

সন্ধ্যা হলেই তার নগরপাড়ের ছোট্ট বাগানে ঘেরা বাড়ি ঘিরে ফেলে গাঢ় কুয়াশা। কুয়াশা জান্তব হয়।

বাড়ির সমস্ত কাজ করে তিউই। খাবার বানানো , ঘর সাফ এমন কি বাগান সাফও।

দেখে শুনে রাখে পিটারকে। তাই ওর ছায়া শরীরের মায়া কাটাতে পারেনি পিটার।

কাজেই ডিনারে ওর রান্নাই খাবে। সুশি নয়। তাতেই দুজনে খুশি। নাহলে অভিমান হবে রাজকুমারীর। সে বড় অভিমানিনী।

তার দেহহীন প্রেমের কথা শুনে অবাক হলাম আমরা। ভাবলাম : বিদেশেও প্ল্যাটোনিক লাভ হয়।

বেশ কয়েকবার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ঘোস্ট ট্যুর করাতে এই কোম্পানির সঙ্গে বেশ জমে উঠলো । স্বভাবতই: পিটারের প্রসঙ্গ উঠলো একজন দক্ষ গাইড হিসেবে ।

জানা গেলো : পিটার নপুংসক ।

হয়ত তাই তার মনে আলোড়ন তুলেছে অশরীরি তিউই । প্রেম সাগরে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ভেসে চলেছে নাবিক বিহীন নৌকা ।

অদেখা চালিকা কৃষ্ণভামিনী এলোকেশী তিউই মন জুড়ে আছে পিটারের , গাইড করছে ভালোবাসার জগতে , আমাদের ঘোস্ট ট্যুরের প্রকৃত গাইডকে ।

ডাইভোর্স

জন মুখার্জ্জী আর আভা বিশ্বাস প্রায় সমবয়সী । । শৈশব থেকেই একে অন্যের প্রেমে পাগল । গলায় একে অন্যের রক্ত বিন্দু দিয়ে তৈরি লকেট ঝুলিয়ে ঘোরেন । হাতে হাত । গালে চুমু । একদিন বিয়ে করেন ।

জন ব্যবসাদার । আভা টিচার ।

ধীরে ধীরে জন বড়লোক হল । তাই আভাকে হারালো । অ্যাভা সোসালিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী । কাজেই বিচ্ছেদ হয়ে গেলো ।

এত ধন সম্পদ , প্রাচুর্য আভার সইলো না । সে ধনীদের ঘৃণা করে । তারা কৃপণ , ধান্দাবাজ , সুবিধেবাদী , নিষ্ঠুর । জনও শেষ পর্যন্ত ওদের দলে নাম লেখালো ???

আভা বাই পোলারের রুগী । হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ মুড অফ হত । কখনো বা কামরসে টৈটম্বুর হয়ে উঠতো । এরকম একসময় সে ন্যুড পোজ দিলো একটি ম্যাগাজিনের জন্য ।

ম্যাগাজিন প্রকাশিত হল । বিকশিত হল আভা – বিদ্যার রক্ষক ।

লোকে নিন্দে করবে এবার। কারণ সে একজন শিক্ষিকা। কী প্রচার করবে এই ছবি - ছাত্র সমাজে ?? তাই বুঝি লাজ বাঁচাতে এক ব্যাবসায়ী কিনে নিলেন ম্যাগাজিনের সমস্ত কপি। যাকে আভা হৃদয়হীন আখ্যা দিয়েছিলো একদিন। পরাজিত আভা সারা ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছে : দু হাত তুলে চীৎকার করছে : নগ্ন উল্লাসে-----

আই হেট ইউ , আই হেট ইউ --আই হেট ইউ-------

নবযুগ

২০১১ সালের এক বসন্তের দুপুরে (বেশ গরম) ডোনা বেড়াতে এসেছে পৃথিবীতে । গিয়েছিলো মহাকাশযানে করে মঙ্গলে কিছুটা সময় কাটাতে । সেখানেই দেহ রাখে । আর ফেরার সময় স্পেস শিপ নিয়ে এসেছে মঙ্গলের ধূলো বালি । সেই বালুকণা থেকে ডিএন এ বার করে সৃষ্টি করেছেন এক মানবী , বৈজ্ঞানিকেরা , নাম ডোনা ।

বলরামের যেমন মাথায় বাড়ি মেরে স্ত্রী রেবতীকে বেঁটে করতে হয়েছিলো সেরকম কিছু ডোনাকে করতে হয়নি তবে অবাক হয়েছে সে , ভীষণ ।

সে দেখছে তার ফেলে যাওয়া ধরিত্রী আর আজকের পৃথিবীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ । সে গিয়েছিলো ১৯৮০ নাগাদ । এখন অনেকেই তাকে পাগল বলে ক্ষেপাচ্ছে ।

কারণ তার মূল্যবোধ শিষ্টাচার ইত্যাদি একেবারেই ভিন্ন ।

ও দেখছে যে আজকাল বাড়ি বিক্রি করে দেবার পরে রাতারাতি দ্বিতীয় চাবি দিয়ে খুলে বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে মালিক । কেন-না সে

ভোগ করতে অক্ষম কাজেই আর কেউ যেন না পায়, অর্থ নেওয়া সত্ত্বেও । অফিসে জুনিয়ার ভালো কাজ করছে দেখে বস বাস ভাড়া করে জুনিয়ারের গাড়িকে হেড অন কলিশানে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে কিংবা নিজের শিশু সন্তানকে গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে জীবন বীমার অর্থ দাবী করছেন । ডোনা অবাক বলে লোকে তাকে পাগল বলে ক্ষেপাচ্ছে । ডোনাকে ভর্তি করে দিলো পাগলা গারদে । ডোনা অসহায় । নির্বাক । নিরুপায় ।

প্রতিভাবানেরা সবাই গারদের আড়ালে । দুনিয়া চালাচ্ছে এক দল ১৯৮০-র পাগল ও পথভ্রষ্ট মধ্যমেধার মানুষ ।

ঈগল

মোনাফানা সিন্‌হা । Product of Troubled childhood –বেশ নাম করা ফিজিসিস্ট । সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি পায় । থাকে দক্ষিণ ভারতে । হৈ হুল্লোড়ের শহর চেন্নাইতে । সে শৈশব থেকেই ঈগলের মতন , ছোট ভাইবোনেদের ভাগ ছিনিয়ে নিয়ে জীবন শুরু করেছে । পরে ক্লাসমেট , বন্ধু ও সহকর্মী ।

নিজের ছোটবোনকে আজও ফোন করে বলে : *তোর মতন হতশ্রী মেয়েকে যে কি দেখে তোর বর বিয়ে করলো ! তোকে সে ভালোবাসেনা , বাড়ির চাকরানী করে রেখেছে ।*

বাইরের জগতে অবশ্যই তার খুব সুনাম ভদ্রমানুষ হিসেবে ।

কিছুদিন আগেই পড়শি দেশ একটি মারাত্মক ভাইরাসের আক্রমণে প্রায় শ্মশান ।

সবুজ সবুজ উলের বলের মতন এই ভাইরাস বাতাসে বেড়ে কোটি গুণ হয়ে মানুষ ও জীবের শ্বাসরোধ করে মারে । কোথা থেকে এই ভাইরাস এলো এই নিয়ে অনুসন্ধান হলেও আজ অবধি কিছু জানা

যায়নি। জানা যায়নি যে ল্যাব থেকে ভাইরাস চুরি করে দুরাত্মাদের বেচে দিয়েছিলো মোনাফানা। পন্ডিত , ভালোমানুষ বৈজ্ঞানিক।

মোনাফানার আরেকটি দিক আছে। সে নারীবাদী তাই একই সঙ্গে চারজন পুরুষকে নিয়ে থাকে। এর মধ্যে একজন বৃদ্ধ বিপত্নীক প্রফেসরও আছেন। পাঁচজনে মিলে থাকে একটি বাড়িতে। বুড়ো একা তাই সাথী চাই , একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক তাই লবি চাই , একজন অপদার্থ বেকার কিন্তু জিম করে সুঠাম – তার পিগি ব্যাঙ্ক চাই আর শেষজন আঁতেল কবি। একটু অন্যধরণের জিনিস তাঁর জীবনে করা চাই যাতে ভক্তরা বাহা বাহা করে। এই একটু জরা হাটকে !

মোনাফানার আরেকটি অদ্ভুত শখ হল রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে ,পুরনো রাজাদের মতন হেঁটে ঘুরে বেড়ানো ও দেখা লোকে তার সম্পর্কে কী বলে।

মোনাফানা দেখতে পায় এত নাম যশ ,পুরুষকে বগলদাবা করে, চাকর করে রাখা সত্ত্বেও লোকে ওকে সম্মান দেয়না। দেয় তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া টাইপের মেয়েদের। তাদের সঙ্গেই বাসা বাঁধতে চায়। অবাক লাগে ওর। ওকে তারা মন্দ বলে। স্বেচ্ছাচারী বলে।

মগডালে উঠে বুঝতে পারে : ঈগল একটিই ভালো। সব মেয়েরা ঈগল হতে চায়না।

তারা ময়না কিংবা কাকাতুয়াতেই সন্তুষ্ট। মেয়েরা মা। মাতৃত্ব বহন করতে গেলে বুঝি ঈগলের থেকে শালিক টিয়া হওয়াই ভালো।

**** অবশেষে মোনাফানা ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। ভাইরাস কু কর্মে।

অবাক কান্ড , ওর চার চারজন পুরুষ সাথীর একজনও দেখা করতে আসেনি ওর সাথে।

এমন কি সমবেদনাও জানায় নি।

তারাও বলেছে : ও স্বেচ্ছাচারী। ফিমেল শভিনিস্ট পিগ .....

মাতৃত্ব

সেলিব্রেটেড অভিনেত্রী কুসুম থাপা মা হতে চলেছেন । থাপা ভারতের প্রথম বিশ্বসুন্দরী । নেপাল থেকে দিল্লীতে এসে বাসা বাঁধেন তাঁর পিতা । পরে ভারতের সিটিজেনশিপ নিয়ে নেন । মেয়ে মেডিক্যাল পড়তে পড়তেই পুরোপুরি নেমে যান সিনেমায় । অপরূপা এই অভিনেত্রীকে নিয়ে মিডিয়ার উন্মাদনার শেষ নেই । কখন কাশলেন , কখন হাঁচলেন সব ডিট্রো কাগজে বার হয় । সম্প্রতি এই নায়িকা বিয়ে করেছেন আরেক বন্দিত অভিনেতার স্টার পুত্রকে । বিয়ের পর থেকেই খবর বেরোচ্ছে যে কুসুম মা হতে চলেছেন । বহুবার খবর প্রকাশিত হবার পরেও মা না হতে পারায় লোকে মনে করে সে মা হতে অক্ষম । মিস ক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে , বার বার ।

ভারতীয় পাঠকের কাছে কেউ মা না হলে সে বাঁজা । আজকাল যেমন অনেক আধুনিকা স্বেচ্ছায় মা হন না । তাঁরা জীবনকে উপভোগ করতে চান । এঁরা মধ্যবিত্ত সমাজে ব্রাত্য । গসিপ প্রেমীও তো সেই মধ্যবিত্তই । কাজেই তাঁরা কুসুমকে বাঁজা আখ্যা দিয়ে দিয়েছেন । আসল সমস্যাটা কুসুমের স্বামীর । তার স্পার্ম কাউন্ট অত্যন্ত লো । সেলিব্রিটিদের জীবন জনসমক্ষে থাকে তবুও এই সংবাদ কেউ জানেনা ।

বাজারে ছড়িয়ে দে না ওর নামটা , আমরা মেয়েরা দোষী হব কেন? বলে কুসুমের বান্ধবী ডেলা ।

আমি পারবো না ডেলা । আমার নেচার ওটা নয় । আমি দেখবো চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে কী করা যায় ।

তা হল চিকিৎসা। মা হতে চললেন কুসুম। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো খবর তাঁর শ্বশুরের লেখা ব্লগের কল্যাণে। সবাই চমকিত। এবার হবেই। সুন্দরী কুসুম ফুলে ফেঁপে উঠছেন। গাইনিরা হাসপাতালের দরকারি অপারেশান ও কাজ বন্ধ করে কুসুমের ব্যাপারে প্রেডিকশান করছেন এমনই সেলিব্রিটি হবার মজা।

জ্যোতিষীরা বলছেন : এই শিশু হবেন আরেক স্টার। হলিউড ও তার কপিক্যাট বলিউড দুটৈ কাঁপাবে। অর্থাৎ আগে আসলে তারপরে নকলে অভিনয় করবেন। দেখতেও হবে দূর্দান্ত। তবে কেউ বলছেন মেয়ে হবে কেউ বা ছেলে।

যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। চারিদিকে হৈ চৈ। সবাই তাকে একটিবার দেখতে চান। দা লিটিল ওয়ান।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ঘটলো অঘটন। জানা গেলো মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কুসুম।

কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এই সন্তানকে বাঁচাতে পারেন নি চিকিৎসক গণ।

মুম্বাইয়ের মাহিম ও মাতুঙ্গা স্টেশানের মাঝে হিজড়া বস্তিতে বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্র। আজ সাজ সাজ রব। বস্তিতে আনা হয়েছে একটি শিশুকে যাকে নিয়ে এসেছে একটি স্পোর্টস কার। সঙ্গে এসেছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ। বাচ্চার বাড়ি থেকে দাবী করা হয়েছে তাকে যেন ভালোভাবে মানুষ করা হয়। লাগে টাকা দেবে বাড়ির মানুষজন।

অণু উপন্যাস

মানুষ খেকো মাকড়সা

এক প্রফেসর নাস্তিকদের জন্য একটি বাইবেল লিখেছেন।

মানুষের ভালো করো ও ভাবো এই তার মূল মন্ত্র। বিখ্যাত কবি, দার্শনিক , লেখক, সমাজ সেবকদের নানান উক্তি ও জীবনবোধ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নাস্তিকদের এই অভিনব গীতা। খুব গর্বিত তাতিয়ানা এইজন্য। ওর প্রাক্তন স্বামী এক অদ্ভুত ধর্মে আস্থা রাখেন। মধ্যযুগীয় এই ধর্মে মৃতপ্রায় শিশুকে পর্যন্ত রক্ত দেবার উপায় নেই। তা বিষ বলে পরিগণিত হবে ও ঈশ্বর রাগ করবেন। সবসময় : গড ও গড – তাতিয়ানাকে ক্লান্ত করে। মানুষের কি মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই ? প্রশ্ন করে নিজেকে। তাই তো তার সৃষ্টিতে সে সবসময় মানুষের কথা বলে। তাতিয়ানা একজন কার্টুনিস্ট। অপূর্ব তার তৈরি কার্টুন। যেন চরিত্রগুলি নেমে আসে বাস্তবে। চারপাশে ঘোরাঘুরি করে। কথা বলে। জানায় রাগ অনুরাগ। ওদের সঙ্গে কথা না বললে কী করে প্রাণ পাবে কার্টুন ?

প্রতিভাময়ী তাতিয়ানার পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। প্রচুর দানধ্যান করতেন।

একটা সময় তাঁর পূর্বজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে গ্রামের বাড়িতে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিরাকেল ! বেঁচে যান উনি। একটা দিক যদিও প্যারালাইজ্‌ড হয়ে যায়।

ডাক্তার বলেছিলেন : উনি যদি পড়ে যেতেন তাহলে ওঁনাকে বাঁচানো যেতো না। যেহেতু পড়েন নি তাই বেঁচে আছেন। বহুমানুষ সেইসময় পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন যেমন বরাবর হয়ে থাকে । তারা তাতিয়ানার বাবার দ্বারা উপকৃতও। অথচ ! একজন তো প্রাণপন চেষ্টা করেছিলেন যাতে তার পিতা কোনোরকম মেডিক্যাল সুবিধে না পান এবং ব্যবসা ফেল করে যায় । সেই মানুষটির নাম জেসন ফলসাম। প্রকৃতির অদ্ভুত খেল। জেসনের কন্যা শিল্পী রোজালি আজ তাতিয়ানার প্রিয় বান্ধবী। তাতিয়ানা ক্ষমা করতে পারে। ভুলে যেতে পারে সব দু:খ। তাই তো তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে আজও কথা বলে। হ্যারল্ড নাম তার। নিষ্কর্মা। একটিও টাকা দেয়না সন্তান পালনের জন্য অথচ তাঁদের চার চারটে সন্তান। শেষ দুটি যমজ ও তার আগে দুজন আছে। ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গে থাকে মাঝে মাঝে।

বাবা এমনি খুব কড়াধাঁচের। মেয়ের বন্ধুদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না। মেয়ে ডোনা তাই বিরক্ত। একবার পালিয়ে গিয়েছিলো বাড়ি থেকে বন্ধুদের ডেরায়। তাতিয়ানা ফেরৎ নিয়ে এসেছেন। এখন সে ওঁর কাছেই থাকে ও মায়ের মতন কার্টুন বানাবার চেষ্টা করে। মা ও মেয়ে দুজনেই দারুণ সুন্দরী। ঠিক যেন একজোড়া ড্রু ব্যারিমোর।

অসম্ভব জ্বালাতন করা পরিত্যক্ত স্বামীকে দেখলে সে হেসে কথা বলে। ভালোমন্দ জানতে চায়।

শুধু পরামর্শ দেয়না। হ্যারল্ড বলে : আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ইওর অ্যাডভাইসেস !

তাতিয়ানার কার্টুন খুব বিকায় । চ্যানেলে , বইতে । এরকম থ্রি ডায়মেনশ্যন্যাল কার্টুন কার না ভালোলাগে ? খুব ক্রিয়েটিভ ও সাহসী কার্টুন তার । কয়েকটি রেখায় ধরা বাস্তব দেখতে লাগে দারুণ । ফুটে ওঠে অসময়ের বোধে ও চেতনায় ।

এখন যার সঙ্গে সে থাকে তার নাম গ্যারি । গ্যারি এখন ফুলের ব্যবসা করে । নিজের বাগানে চাষ করে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে । কিছু সবজিও থাকে । টাটকা সবজি কিনতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন । তাতিয়ানার পরামর্শেই সে আজ নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছে । আগে ছিলো এক নেগেটিভ চিন্তাধারী ভিখারি । থাকতো শপিং মলের সামনে । বারোয়ারি টয়লেট ব্যবহার করে দিন গুজরান করতো । খেতো সামান্যই কারণ সে ডায়বেটিক । সরকারের কাছ থেকে কিছু ভাতা পেতো যা জমিয়ে দিতো । দিনগত পাপক্ষয়ের মাঝেই একদিন দেখা পেলো কার্টুনিস্ট তাতিয়ানার ।

তাতিয়ানা দেখলো লোকটি অপূর্ব স্ব-রচিত ও সুরারোপিত গান গায় ও ছবি আঁকে । আলাপ হতেই জানতে পারলো যে সে আগে একটি থিয়েটার দলের হয়ে কাজ করতো যারা পথনাটিকা করে । তার শরীরে ডায়বেটিস বাসা বাঁধে খুব অল্প বয়সে । অত্যন্ত বেশি সুগার হওয়াতে সে ভেঙে পড়ে । জীবনের প্রতি উৎসাহ হারায় । কয়েকবার আত্মহত্যাও করতে যায় । শেষে না পেরে গানে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় । তাতিয়ানা তাকে কাউন্সেলিং করে নিয়ে আসে সঠিক পথে । তার কাউন্সেলিং - কে ঘৃণা করতো প্রাক্তন স্বামী হ্যারল্ড । কিন্তু গ্যারি মেনে নিলো । চুপ করে শুনতো । জন্ম হল এক নব মানবের । বায়েটা নামক এক নতুন ইঞ্জেকশানের কল্যাণে তার ডায়বেটিস এত কমে গেলো যে কাজে কর্মেও যথেষ্ট উৎসাহ পেতে লাগলো । একটি কুৎসিত টিকটিকির লালা থেকে তৈরি এই ওষুধ । **Gila monster** এই টিকটিকির নাম । আজ আর গ্যারি ভিক্ষুক নন । একজন ফুল ব্যবসায়ী । আর অবসরের গায়ক, বাদক ।

ক্রমে দুই গুণী মানুষের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হল। ধীরে ধীরে দুটি সৃষ্টিশীল মন সুর বাঁধলো একই সরগমে। ওরা বিয়ে করবে, শীঘ্রই। এরকমই হয়ত হত। যদি না তাতিয়ানাকে খেয়ে ফেলতো সেই ভয়ানক মাকড়সা! হ্যাঁ, ইস্টারের ছুটিতে টাসমানিয়া বেড়াতে গিয়ে এই কান্ড। বিখ্যাত ক্র্যাডেল মাউন্টেনের একটি গুহাকে হোটেল করা হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রইলো আবার নতুন ধরণের হোটেলও হল। সেই হোটেলেই উঠেছিলো সেলিব্রেটেড কার্টুনিস্ট তাতিয়ানা ডোব্রায়েনস্কায়া।

ডিনারের পরে শুয়ে পড়েছিলো সে। খাবার আগে বায়োটা ইঞ্জেকশান নিয়ে হালকা খেয়ে শুয়ে পড়ে বন্ধু গ্যারি-ও। হঠাৎ আক্রমণ। বিশালাকৃতি কালো মাকড়সা যার দেহটি স্বচ্ছ লাল।

মাথা অনেক বড়। চোখ গোল গোল, সবুজ। অনেক পা। রণ পায়ের মতন। ধীরে ধীরে পা গুলি দিয়ে জাপটে ধরে, কুরে কুরে খেয়ে ফেললো পূর্ণ একটি নারীকে। এরকম কার্টুন অনেক করেছে তাতিয়ানা কিন্তু তার জীবনে এই ভয়ানক ঘটনা ঘটবে ভাবেনি। শত শত মন্দ মানুষকে খেয়ে ফেলছে মাকড়সা, দেখিয়েছে কার্টুনে যা লোকে বলে ওর স্বপ্নে পাওয়া আসলে তাতিয়ানার উর্বর মস্তিষ্কেরই ফল। কিছুই করার ছিল না গ্যারির। প্রাণ ভয়ে না পালালেও তফাৎ গিয়েছিলো।

হোটেল পক্ষ থেকে জানানো হল নিছক দুর্ঘটনা এটি।

আসল সত্য প্রকাশিত হল অনেক পরে। আত্মগ্লানিতে। আত্মগ্লানিতে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া প্রিয় বান্ধবী রোজালি জানালো সব। তাতিয়ানার চলে যাবার পর কটি প্রাণীর নিষ্প্রাণ জীবন দেখে যেন তার ইনার ভয়েস জেগে উঠলো। বললো : এবার প্রাণ ঠান্ডা হয়েছে তো তোমার ? যাও, ক্ষমা চাও! মাফ চাও ওদের কাছে, নাহলে

পরপারে কী জবাব দেবে ? সেখানে তো সব হিসেব নিকেষ মেটাতে হবে !

শিল্পী রোজালি টাসামানিয়া গিয়েছিলো ছবি আঁকতে। প্রিয় ট্যাসিতে , অজি এই শিল্পী ছিলো অনেক মাস । পাহাড় , নদী , সমুদ্র ভারি ভালোলাগতো। ছবি তুলে তারপরে আঁকতো।

অনেক প্রদর্শনী করেছে , বিক্রী হয়েছে বহু চিত্র , চড়া দামে । আর্ট গ্যালারিকে ডোনেট করেছে কিছু । এই শিল্পী একদা এক জঙ্গলে দেখে এই অদ্ভুত মাকড়সা। মুহূর্তে খেয়ে নিচ্ছে এক একটি ভেড়া ও গরু। আজব জীব ! দেখতে জঘন্য । দেখলেই অভক্তি জাগে । শিকারের সময় ভয়ানক এই জীব শিকারের পরেই নুইয়ে পড়ে একদম ছোট্ট একটি সূর্যমুখী ফুলের মতন সাইজে। পরের শিকার ৪৮ ঘন্টা পরে করে আবার । মাথায় এলো প্ল্যান । বহুদিন ধরেই রাগ তাতিয়ানার ওপরে । সে নিজে ভালো শিল্পী হলেও তাতিয়ানা সেলিব্রেটেড কার্টুনিস্ট। তার এত নাম , যশ। তার ওপর সে যেন ওকে করুণা করে। করুণা করেছে। দয়া করেছে। তাদের দুই পরিবারের ফাটল জোড়া লাগানোর আছিলায় বলতে চেয়েছে : এই রোজালি , দেখ তুই কোন ধরণের শিল্পী আর আমি কত উচ্চাঙ্গের আঁকিয়ে । আমি কার্টুনে নতুন ধারা এনেছি । আর তুই ?ছবি তুলে আঁকিস । বড় বড় শিল্পীদের ছবির রেপ্লিকা বানাস। তোকে ক্ষমা ব্যাতীত আর কি-ইবা করতে পারি আমি ও আমার পরিবার।

মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ইদানিং সে সারাটা দিন বিড়বিড় করতো। তাতিয়ানার কুশপুত্তলিকা দাহ করতো তার অজ্ঞাতে , মনে মনে। সামনে অবশ্যই হাসিমুখ।

পুলিশের হাতে ধরা দিতে হল অবশেষে। তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হল মানসিক হাসপাতালে। কারণ মাননীয় জজের মতে সে অসুস্থ । তার অসংলগ্ন কথা শুনে মনে হয় এই খুনের কারণ

মানসিক অসুস্থতা যা জন্ম দিয়েছে মাত্রাহীন –প্রতিশোধ স্পৃহার । রোজালি ধরা পড়ার পর শান্তি এসেছে কিছুটা তাতিয়ানার ভগ্ন পরিবারে । ওরা খুশি মায়ের আততায়ী ধরা পড়েছে বলে । ওদের প্রিয় রোজালি মাসিকে ওরা ক্ষমা করেছে মায়েরই মতন । কারণ ওরা শুনেছে যে ওদের মা ও তার পূর্বজরা মানুষকে ক্ষমা করাই পরম ধর্ম বলে মানতেন । ওদের বাবার সঙ্গে ওরা থাকে । মেয়েটি এখন অনেক পরিণত । মায়ের মৃত্যু তাকে রাতারাতি পরিণত করে দিয়েছে । সে ঘরের কাজ করে ও ছোটভাই বোনকে দেখে । তার বাবা হ্যারল্ড কাজ করে ফিউনেরাল ডাইরেক্টার হিসেবে । তার কাজ মৃত ব্যাক্তির সৎকারের সমস্ত আয়োজন করা ও সেই মতন প্ল্যান করা । সরকারি ভাতাও পায় ছেলেমেয়ের জন্য । আর মাঝে মাঝে আসে গায়ক , বাজিয়ে ও সুরকার গ্যারি । তার সুরের জাদুতে মুগ্ধ বাঙালি মেয়ে জিনিয়া । জিনিয়া ঘোষ । কলকাতা থেকে এখানে পড়তে এসেছিলো । এখন একটি মেডিক্যাল সেন্টারে কাজ করে ডায়বেটিক এডুকেটার হিসেবে । সে শিশু বয়স থেকে ডায়বেটিসে আক্রান্ত । জুভেনাইল ডায়বেটিস । বেঁচে আছে ইনসুলিন ইঞ্জেশানের কল্যাণে । লং ডিস্টেন্স দৌড়ে পদকও পেয়েছে স্টেট লেভেলে ।

ভালোবেসে ফেলেছে গ্যারিকে । তার স্পিরিট দেখে । গ্যারির জীবনকাহিনী ভারি ইম্প্রেস করেছে তাকে । যে এই স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছে তাকে তো আর দেখতে পাবেনা কোনদিন ।

ইমোশন্যাল বাঙালীর ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে চাপা অভিমানে । অভিমান নাকি আশীর্বাদ ?

মিসেস সিং য়ের গল্প

বিদেশে আসা ইস্তক ভারতীয় রেস্তোরাঁতে খেয়ে খেয়েও মনের মতন খাবার মেলেনা। আমার বাড়ির কাছে একটি নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে। নাম বল্লে বল্লে। নাম থেকেই মালুম হল যে মালিক পাঞ্জাবী। গিয়ে দেখলাম মালিক নন মালকিন। মিসেস সিং। কেতাদস্তুর মালকিন সুদূর পাঞ্জাবের এক গ্রাম থেকে এসেছিলেন। আজ তাঁর চার চারটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ। সদ্যজাত নম্বর চারটি আমার বাড়ির বেশ কাছে। গরম গরম মসালা চায়ে ও পাকোড়ার প্লেট নিয়ে কথা হচ্ছিলো। মিসেস সিং এসেছিলেন তিন সন্তানকে নিয়ে। বড়টির বয়স তখন ২১। সে প্লাম্বিং এর কাজ –যা এদেশে যথেষ্ট পয়সা পেতে সাহায্য করে ও লোভনীয় কাজ তাই নিয়ে আসে। বাবা মারা যেতেই মায়ের অর্থাৎ মিসেস সিংয়ের বিয়ে ঠিক হয় পাঞ্জাবী রেওয়াজে ওর পুত্রসম দেবর ইন্দরজিতের সঙ্গে যাঁর বয়স প্রায় প্লাম্বার পুত্র সুরজিতের মতন। এই প্রথার নাম চাদর ডালনা অথবা কারেওয়া। পুরাতন দিনে পরিবারে সম্পত্তি ধরে রাখার জন্য এই প্রথা চালু হয়েছিলো। একুশ শতকের মিসেস সিং বিব্রত , লজ্জিত। পলায়ন করেন তিন সন্তানকে নিয়ে। এই দেশে লো স্কিল জবের জন্য থার্ড ওয়ার্ল্ড থেকে লোক আনা হত। কাজেই ভিসা পেতে অসুবিধে হয়নি

সুরজিতের। আসার পর ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁ খোলেন মিসেস সিং। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন বৃষ্টিস্নাত রাতে। আমি তো এখানে ড্রাইভ করিনা। ডায়বেটিসের জন্য লাইসেন্স পাইনি। গাড়িতে বসে আমরা তিনজন। সিং ও তাঁর পাশে আমি আর কনিষ্ঠ পুত্র পেছনে। হঠাৎ সাহেবী কায়দায় সে বলে ওঠে : আই নিড সাম ওয়াডার (ওয়াটার-জল)

মিসেস সিং একটু সামনে ঝুঁকে পড়তেই ছেলে পেছন থেকে বলে ওঠে : হোয়াট আর ইউ ডুয়িং মম ? আর ইউ ফার্ডিং (ফার্টিং) মম ?

সিং আমার দিকে চেয়ে বলেন : নো মাই ডিয়ার সন। জলের বোতল এক হাতে পিছিয়ে ছেলেকে দেন।

আমাকে বলেন : জানেন এখানে এসে কম হেনস্তা হইনি। গেঁয়োভূত ছিলাম কিনা। প্যান্টি পরতে অসুবিধে হত। ভেতরে ঢুকে যেতো। সেকি কষ্ট। হাঁটতে চলতে। একবার শর্টস্ ফেটে গিয়েছিলো জন সমক্ষে। প্রস্রাব করে দিয়েছিলাম টয়লেটে , মহিলাদের ড্রেসিং রুমে -না বুঝতে পেরে। তবুও হিম্মৎ হারিনি। সব শিখে নিয়েছি, মুখ বেঁকিয়ে দাঁত চিপে ইংরেজি বলা পর্যন্ত। এখন তো আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছি। বড় ছেলে বিয়ে করেছে মালটা দেশের এক মেয়েকে। ওর নাম কারমেন। ও টেলারিং শপ চালায়। নিজের মেয়ে পড়ে কলেজে। ওর আই আই টির প্লাম্বারের সঙ্গে বিয়ে দেবো। দেশ থেকে খুঁজে আনবো। এখানে আসার জন্য নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবে। পেছন থেকে এঁচোরে পাকা হাফ সাহেব ছেলে বলে ওঠে : হোয়াই ? হোয়াই অন আর্থ আ ব্লাডি ইন্ডিয়ান ? হোয়াই মম ? দেয়ার আর লটস্ অ্যান্ড লটস্ অফ হোয়াইট এঞ্জিনীয়ার্স অভার হিয়ার। ডু ইউ সিনসিয়ারলি থিংক আই আই টিয়ান্স হ্যাভ আ বিগার কক দ্যান আদার এঞ্জিনিয়ার্স ?

অপ্রস্তুত মিসেস সিং পাঞ্জাবী ভাষায় কী বললেন বুঝলাম না । সামনে ঝুঁকে প্যান্টিটা টেনে বার করছেন আবার মনে হল । আমার মনে হল গ্রামে লাঙল ও ট্র্যাক্টর চালানো ভদ্রমহিলা যদি এইভাবে এসে সেটেল হতে পারেন ও লড়ে যেতে পারেন তাহলে আবাংলার মানুষও পারেন । ইংরেজি বলতে ও বুঝতে অসুবিধে হয় বলে অনেকে এখানে আসতে ভয় পান বাংলার গ্রাম থেকে । অন্যরাও ডিসকারেজ করেন । মিসেস সিং কে বলতেই বললেন : আপনি তো লেখেন । লিখে ফেলুন আমার কথা দেখবেন বুদ্ধিমান বাংগালি সাহস করে চলে আসবেন । স্বাধীনতা যুদ্ধে কে লড়েছিলো ? বাংগালি ও পাঞ্জাবী ছাড়া ? কে ? কে ?

ঘ্যাঁচ- করে ব্রেক কসে গাড়িটা থামলো আমার বাড়ির সামনে । প্রতিবেশী , মিড অফ দা উইকে তুমুল পার্টি করছেন । গান ভেসে আসছে : ***You***'re ***my love you***'re ***my angel*** ---মিসেস সিং সাহেবী কায়দায় গানের বাকি অংশ গেয়ে উঠলেন : ড্যাডীজ হোম , হো হো হো ড্যাডীজ হোম ।

মিসেস সিং অনেক ভেঙেছেন , গড়েছেন । শুধু জানতে পারেন নি যে আই আই টি-তে প্লাম্বিং কোর্স পড়ানো হয়না । হয় কি ? হয়ত গো -মুখ্খু আমি জানিনা ।

মিসেস সিংয়ের বন্ধুর গল্প

সমুদ্রের কিনারায় এক পুরুষ রাত ১০টা নাগাদ ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন । প্রচন্ড স্ট্যামিনা থাকায় গাড়ি চালিয়ে বলিউডি ঢং-এ গেছেন হাসপাতালে ।

শুনলাম মিসেস সিংয়ের কাছে । উনি চলমান খবরের কাগজ । আমরা বলি এনক্ষতরধ জয়শ-----মহিলা পরে যা জানতে পেরেছেন তা হল সেই পুরুষের সাথে ছিলেন মহিলার বান্ধবী কঙ্গনা । সে নাকি ইদানিং বাড়ি থেকে বার হত --একটি স্প্যাস্টিক সংস্থায় কাজ করতে যাচ্ছি বলে । আসলে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করতো । বললেন মিসেস সিং । বলেন : কি দুনিয়া পড়েছে দেখুন ।

মহিলার পতিদেব নিপাট ভালোমানুষ । অথচ তাঁকেই ঠকাচ্ছে তাঁর ঘাড়ে চেপে আসা বৌ ! ওহ্ ডিয়ার !

গরমাগরম কফি ও ল্যাম্ব চপ খেতে খেতে আমি কৌতুহলী । পরেরদিন নয় কয়েক সপ্তাহ বাদে জানলাম : তদন্তে জানা গেছে যে পতিদেব আগেই টের পান বৌয়ের কীর্তি । তাই ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে বৌকে মারতে গিয়ে গুন্ডা ভুল বশত: ওর প্রেমিককে ছুরি মেরে বসে

। বৌ খোশমেজাজে ঘরে ফিরছে দেখে পতিদেব চাপা রাগে গজগজ করেন । প্রেমিক অবশ্যই মরেন নি । আঘাত সেরে গেছে । তবে মহিলার স্বামী বেশ কিছুকাল জেলের ঘানি টানবেন অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার চার্জে ।

বলি : পাপীর পৌষ মাস আর ভুক্তভোগীর সর্বনাশ !!

নিজের প্যান্টি আলগোছে টেনে মিসেস সিং –ও হেসে ওঠেন আমার শেষোক্ত রসাঘাতে । সেদিকে চেয়ে ওঁর পাকা ছেলে স্বভাব সিদ্ধ কায়দায় বলে ওঠে :

ফাক হার মম , ফাক দ্যাট লেডি । মম হোয়াই গালর্স উইয়ার প্যান্টি ? ডু ইউ থিংক দে ফিল সিভিয়ারলি চিল্ড ইন দেয়ার প্রাইভেট পার্টস , আই মিন দা হোল –উইদাউট প্যান্টি ?

হি ক্যান বি ভেরি ডার্টি উইদ ওয়ার্ড্স , মিসেস সিং বিব্রত । হবেন নাই বা কেন ??? আদতে ভারতীয় তো ।।।।

প্রতিবিম্ব

অস্ট্রেলিয়ায় বাস করে তারা সানিয়াল (সান্যাল) । পেশায় লেখক । তার বান্ধবী গার্গী একটি পত্রিকা চালায় । কোনো বড় পত্রিকায় গার্গীর লেখা বার হয়না । অথচ গল্পের প্লট খুব ইউনিক । সম্প্রতি সে এসেছে অস্ট্রেলিয়া । স্থায়ী বাসিন্দা । এলাকায় থাকেন কমলাবালা পাল । ৬০ এর ওপরে বয়স মহিলার , একটি বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশান চালান । বাঙালী লেখক কবি থরে থরে আসেন ওঁর বাড়ি । ওঁদের নিয়ে ঘুরতে যান । এক একটি দর্শনীয় স্থান দেখা হয়ে যায় বিনা খরচে , বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানের স্কন্ধে আরোহণ করে , নিন্দুকে বলে । এইভাবে ঘোরা হয়ে যায় গোটা দেশ । নিন্দুকেরা আরো বলে যে পুজোর নাম করে সুন্দর সুন্দর প্রতিমা কলকাতার কুমারটুলি থেকে কিনে এনে ভাসান না দিয়ে বাড়িতে রেখে দেন । টেরাকোটার মন্ডপ আনা বিশেষ অর্ডার দিয়ে সেই পুজোর নামে । তারপর তার নিবাস কমলাবালার বাড়ি ।

লেখকেরাও বিগলিত , বিশেষ ট্রিট পেয়ে , আসছেন বিচিত্রা , ক্যানবেরা নিয়ে যাবো ।

এবার আসছেন সুজয় , মরুভূমি দেখা হয়নি , ওদিকেই যাবো !

বীরঙ্গনা চট্টোপাধ্যায় আসবেন ,প্রদেশে নিয়মিত লেখেন। নিয়ে যাবো অ্যালিস স্প্রিংস। আমাদের দেখা হয়নি কিনা !

ওহ! মৌ-উ-নীল , মৌ-উ-নীল , ওঁকে নিয়ে যাবো অ্যাডলেড। কালো ছোট্ট শর্টস পরে পশ্চাৎদেশ ঈষৎ দুলিয়ে নেচে ওঠেন বৃদ্ধা কমলাবালা ওরফে ক্যামস্ । বড় বড় লেখক/লেখিকাদের নাম ধরে ডাকা এই সাধারণ লেখক ও মহিলার লেখা আজকাল নিয়মিত বার হয় নামী পত্রিকায়। এতটাই যে উনি নিজেও জানেন না কখন কোথায় কোনটা বার হচ্ছে ! তারা সানিয়াল দেখতে পায় যে লেখাগুলি গার্গীর মতন ইউনিক। গার্গীর লেখা তো কোথাও বার হয়না ! কমলাবালা পালের আজকাল বড্ড নাক উঁচু হয়ে গেছে , উনি নিজেকে পপুলার রাইটার ভাবছেন। আর অন্যের লেখা কপি করছেন ?

গার্গীর বাড়ি সানিলায়ের বাড়ির ১০০ হাতের ভেতরে। একদিন সুযোগ পেয়ে দেখা করলো। বললো : তোমার লেখা তো কেউ ছাপেনা অথচ কমলাবালা পালের লেখা ছাপে। উনি তো তোমার অনুকরণ করেন।

গার্গী একটু হাসে। হেসে বলে : আমি ওঁনাকে পার্মিশান দিয়েছি। আসলে ২০০০ -৩০০০ ডলারে উনি আমার গল্প কিনে নিয়ে যান। আমার টাকার প্রতি কোনো টান নেই , উনিই জোর করে আমাকে ফিস্ হিসেবে দেন , আমাকে নাকি নিতেই হবে , আমার জন্য উনি লিখতে পারছেন। আমার আর কি ? এই সৃষ্টিগুলি স্বীকৃতি পেলেই হল ,তাতেই আনন্দ !

ব্যর্থ লেখকের হতাশার কথা নাকি উচ্চস্তরের মানব সন্তানের শান্তিবাণী ?

তারা সানিয়াল ভেবেই চলে , একাকী , সমুদ্রপাড়ে বসে । শান্ত ঢেউ-এ পড়েছে চাঁদের প্রতিবিম্ব । দূর থেকে জেটির কাঠামো ধরে হেঁটে আসছে একটি অবয়ব । হয়ত মিসেস কমলাবালা পাল - গার্গীর প্রতিবিম্ব ।

সাংবাদিক

সাংবাদিক রতনতনু ঢালি অসম্ভব অলস। ঘরে বসে নেট ঘেঁটে ঘুটে রিপোর্ট তৈরি করেন। সম্পাদক কিছু বলেন না কারণ ওঁর লেখার চাহিদা খুব বেশি। তরবারির মতন ধারালো ভাষা ও মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি চালানোর মতন সাবলীল রচনা। জার্নালিজমের বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন। সম্প্রতি তাঁকে যেতে হয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে , উগ্রহানা নিয়ে রিপোর্ট লেখার জন্য। ঢালি বাবু অতদুর যাননি। সিমলারা দিকে পরিবার নিয়ে বেড়িয়ে ফেরার সময় দেখেন একটি জায়গায় তাঁবু পড়েছে ও উগ্রপন্থীর দল সেখানে আস্তানা গেড়েছে। এক আর্মি অফিসার ও কয়েকজন জওয়ানকে ধরে এনে উত্তম মধ্যম দিচ্ছে। ঢালি বাবু খুব খুশি। সব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট লেখেন। ছাপাও হয়। এবং একইদিনে অন্য পেপারে বার হয় যে :

সুরাগ কাশ্যপের নতুন উগ্রপন্থী নিয়ে সিনেমা দহ্সাৎ -এর শুটিং হল সিমলার কাছে। নিখুত লোকেশান ও মেকআপে বোঝা দায় যে এটা কোনো সিনেমার প্লট।

ছবি হিট হবেই বলেই ফিল্ম পন্ডিতেরা মনে করছেন।

হলই বা প্যারালেল সিনেমা !

খবরটি পড়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন তুখোড় গৃহবন্দী সাংবাদিক রতন তনু ঢালি।

সম্পাদকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি ঢালের আজ তাঁর বড্ড প্রয়োজন।

অণু উপন্যাস

রূপালি ঢেউ

এইদেশে খ্রীস্টমাস হয় গরমকালে। ক্রিসমাসের পার্টি। যে যা উপহার পেয়েছেন তাই ভাগাভাগি করে নেন ও আনন্দ ফূর্তি হয় ।এরকম এক পার্টিতে পুনরায় মিলিত হয়েছেন ১০ বছর আগে ডাইভোর্স হয়ে যাওয়া স্বামী স্ত্রী লরা ও জো । একসঙ্গে ছিলেন ২২ বছর । তারপর সেপারেশান হয় ও পরে বিচ্ছেদ। তিন ছেলেমেয়ে আছে । নিজেদের তিন মেয়ে ও পালিত পঙ্কু এক ছেলে। দুই মেয়ে বিবাহিত ও তাদের কাছ থেকে লরা ও জোয়ের প্রাপ্তি মোট তিনটে নাতি নাতনি। পঙ্কু ছেলেটি থাকে লরার সঙ্গে। সে সপ্তাহে চারদিন একটি ছোট শপে হিসেবের কাজ করে । অন্য দুদিন পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের ক্যাম্পে যায় । সেখানে এদের মতন মানুষদের জীবনের নানান ওঠাপড়া সম্পর্কে অবহিত করে সেভাবে ট্রেন করা হয় যাতে কোন পরিস্থিতেই এঁরা ভেঙে না পড়েন। অসহায় হয়ে না পড়েন । ছেলেটি খুবই ভালোমানুষ । বাবা জো-কেই বেশি ভালোবাসে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে থাকতে হয় মমের সঙ্গে। লরা আর পুরুষ সঙ্গ করেন নি। জো-কে যে ভীষণই ভালোবাসতেন। এখনও অতিথিদের কাছে কত প্রশংসা করেন জো-য়ের । তবে

সন্তানদের আড়ালে । ওদের সামনে কোনো আলোচনা করেন না , বাবার সম্বন্ধে ।

জো আবার বিয়ে করেন নি কিন্তু ওঁনার এক রুশ পার্টনার ছিলো । অ্যানা । সে ওঁনার বড় মেয়ের বয়সী । ওদের একটি ছোট ছেলে আছে । দিমিত্রি । আজকাল অ্যানা আর জোয়ের সঙ্গে থাকেনা । কারণ তাকে ছোটবেলায় এক বৃদ্ধ মোলেস্ট করেছিলো ।জোয়ের মধ্যে সে যেন ঐ বৃদ্ধের ছায়া দেখে । তাই জো-কে ছেড়ে চলে গেছে । দিমিত্রি একা বাবার কাছে থাকে । দিনের বেলায় যায় ডে -কেয়ার সেন্টারে । বাবা বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় ওকে নিয়ে আসেন । অ্যানা এক লেকচারারের সঙ্গে আজকাল থাকে । জো শুনেছেন যে ওরা বিয়ে করবে । দিমিত্রির কোনো খবর অ্যানা নেয় না । বাচ্চাটি প্রায়ই মাকে খোঁজে । সরল চোখে জল, টলমল পায়ে হেঁটে বেড়ায় ফায়ার প্লেসের কাছে : মাম মা -মাম মা !

কোলে তুলে নেন জো । চোখ মুছিয়ে দেন ।

জোয়ের বড় মেয়ে নিকোলের আছে ফিটের ব্যামো । তবুও তাঁর জামাতা ওকে বিবাহ করেছেন । এক সঙ্গে দুটি ছেলে হয়েছে । যমজ । টিম ও জিম নাম তাদের । ভারি বিচ্ছু কিন্তু দাদুকে খুব মানে । ভালোবাসে । ওরা জোয়ের প্রাক্তন স্ত্রী লরার চোখের মণি ।বড় মেয়ে জামাই-ও খুব খুশি ।

দ্বিতীয় মেয়ে একা থাকে । কোনদিন বয়ফ্রেন্ড ছিলোনা ওর । একটু লাজুক । পেশায় শিক্ষক । আর ছোট মেয়ে বছর খানেক হল বিয়ে করেছে এক অ্যাফ্রিকান কে । অ্যাফ্রিকান কুইজিন নিয়ে একটি রেস্তোরাঁ চালান ওঁরা - বার্বাডোজ নাম । সেখানে কাঁচা মাংসের এক কুইজিন পাওয়া যায় । কারণ ওরা কাঁচা মাংস খায় । সেখানে একমাত্র সফেড চামড়া জো-য়ের কনিষ্ঠা কন্যা ক্যাথরিনা । এই ছেলেগুলি দেখতে কালো ও বড়সড় , ভয়ানক হলেও খুবই ভদ্র ,

নম্র ও বিনয়ী। ক্যাথারিনার কন্যার নাম মলি। মলি ইডিথ হুলালা। ইডিথ আদতে জোয়ের মায়ের নাম।

সমুদ্রের ধারে ওদের খামারবাড়ি। এখানে পার্টি। সবাই ব্যস্ত হাসি ঠাট্টায়।

বালুকাবেলায় এক কোণায় দাঁড়িয়ে ক্লান্ত সমুদ্র দেখছেন লরা। মনে পড়ে যায় বালি ভ্রমণের কথা। তখন ছিলেন জো , বাচ্চারা ও সদ্য দত্তক নেওয়া পঙ্গু সন্তান রব।

রব পঙ্গু বলে অনেকে নাক শিঁটকে ছিলেন তখন। কিন্তু ওঁরা স্বামী স্ত্রী ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ওকে তাঁরা গড়ে তুলবেনই। তাই শত বাধা আসা সত্ত্বেও হার মানেন নি। কিন্তু সেই জো-ই একদিন জুয়ার নেশায় ধার দেনা করে হারিয়ে গেলো। অন্য নারীতেও গেল। প্রথম প্রথম ক্ষমা করে দিয়েছিলেন লরা। উনি খুবই ব্যাক্তিত্বময়ী। কাজ করেন মেট্রন হিসেবে। একটি হাসপাতালে। জো-কে ভালোবেসেছিলেন কলেজ জীবনে। তারপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই ভালোবাসা যখন বিট্রে করে , তার শয্যায় নিয়ে আসে অনাহুত অতিথি ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ে। লরার-ও পড়েছিলো। তবুও উনি মার্জনা করে দেন কিন্তু দিন দিন তা বাড়তে থাকে। অনেক নারীতে যান জো। হয়ত সর্বস্ব হারানোর কথা মনে হয়নি। শেষে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সন্তানেরা বাবাকে খুবই ভালোবাসে। লরা ওদের বাধা দেননি বাবার কাছে যেতে। ওরা যায়। নিয়ম করে। সব থেকে বেশি যায় পঙ্গু ছেলে রব। লরা কী পেরেছেন জোকে ভুলতে ? কেউ জানে না।

দূর থেকে ভেসে আসা একটি মিঠে তানে চিন্তায় ছেদ পড়ে। একটি শিশু তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে।

কচি কচি হাতে ওঁর লম্বা দেহটি ধরে : মম্‌মা -মম্‌মা --- করে ডাকছে।

ঢেউয়ে ভেজা ক্ষুদে দিমিত্রি । মাকে খুঁজছে আজ কদিন ধরেই । একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে ওর ড্রেস হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জো । মাথায় বরফ পড়েছে। কপালে বলিরেখা।

যেন বুঝে উঠতে পারছেন না কী করনীয় !

এক পলক কিছু ভাবলেন লরা। তারপর দিমিত্রিকে কোলে তুলে নিয়ে সহস্র বছরের প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে যান জোয়ের দিকে। হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন : ইজ ইট পসিবেল ফর ইউ টু কন্ট্যাক্ট ম্যারেজ লইয়ার অ্যান্ডু ল্যাম্বম্যান অন মাই বিহাফ? আই ইউল টেক কেয়ার অফ দিমিত্রি।

গভীর সমুদ্রের কিছু অভিমানী রূপালী ঢেউ এসে যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে জোয়ের পদতলে।

মা

নেপালের পাহাড়ি স্বচ্ছ বনভূমি। রঙীন পোশাক , গোলাপী মেয়েরা। আপেল সুন্দরী নায়িকা রঙ্গনা। বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী , প্রাইজ পেয়েছেন অনেক । নিষ্ঠা সহকারে সমাজ সেবাও করেন , হিউমান ট্রাফিকিং নিয়ে কাজ। নেপালি মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় সীমান্তে , দেহ ব্যবসার কাজে। সেই নিয়ে গলা ফাটান আন্তর্জাতিক ফোরামে। সমস্ত ভূমিকাই পালন করেন সাফল্যের সাথে , মাত্র ৪৫ বছরেই।

শুধু হয়নি একটি বিবাহ। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে তবুও রূপসী হওয়ার দরুণ জনগণের নয়নের মণির জন্য পাত্র পাওয়া বিচিত্র নয় ।

কাজেই নেপালের ব্যবসাদার বীরভদ্রের সাথে বিয়ে হল পারিবারিক যোগাযোগের মাধ্যমে। তার বয়স মাত্র ২৪ । আমেরিকা থেকে পাশ করে এসেছেন। নেপালের রিচ অ্যান্ড ফেমাস লিস্টে আসেন। বিয়ে হয়ে গেলো উত্তাল নাচ ও গানে। বলিউডি তারকারা আসমান থেকে নেমে এলেন হিমালয়ে। নিকষ কালো আঁধারে হোটেলের লবি যেন সলমা চুমকি খচিত । বিয়ের পরে বাসর তারপর ফুলশয্যা । বহুবার রতিক্রীড়ায় অভ্যস্থ রঙ্গনার কাছে এগুলি খেলার নামান্তর মাত্র। শুরু হল রগরগে যৌনক্রীয়া। ২৪ হাঁফিয়ে যায় ৪৫ এর কাছে । রূপসীর নরম নাভীমূলে ডুবে গেলো পতিদেবের যৌবন। ভোরের আকাশে যখন প্রথম আলোর রেশ তখন মন খুলে গল্প শুরু করে রঙ্গনা । তার বাবা নেপালের মন্ত্রী । শ্বশুর অভিজাত , ধনবান

ব্যবসাদার । মদ্যপ বীরভদ্র উগড়ে দিলো নিজ জন্ম ইতিহাস । মদ্যপান রত রঙ্গনাও । নেপালের খুবই জনপ্রিয় পানীয় । কেউ কিছু মনে করেনা । বীরভদ্র পালিত পুত্র । তাকে অনাথ আশ্রম থেকে তুলে এনেছিলেন তার বাবা । এই সত্য গোপন আছে । আশ্রম মন্দিরা বেশ দূরে । ফারপিঙে অবস্থিত । স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা পথ । ফারপিঙে মন্দিরাতেই তো দিয়ে এসেছিলো তাকে । ২৪ বছর আগেই এক মেঘমন্দ্রিত দুপুরে । গগনে গগনে ডেকেছিলো দেয়া । লাফিয়ে উঠে বীরভদ্রের বাম জঙ্ঘায় গাঢ় বাদামী তিলটা পরিক্ষা করতে থাকে বার বার । পাগলের মতন । হ্যাঁ সেই তিল ! লাভ সাইন আকারের আশ্চর্য তিল ।

যা দেখে বন্ধুদের বলেছিলো : দেখ এ যে আমার ভালোবাসার সন্তান তার প্রমাণ এই অদ্ভুত আকৃতির তিল ।

চিরটাকাল উচ্ছৃখল সে। কোনো পুরুষ বাঁধতে পারেনি তাকে । আড়ালে নাম হয়ে গিয়েছিলো ম্যান ইটার । কত পুরুষের ঘর ভেঙেছে তার জন্য ।

গল্ফার , ফুটবলার , স্পিকার , পাকা অভিনেতা , ইন্টেলেকচুয়াল কেউ বাদ যায়নি । তার মায়ায় আবদ্ধ হয়েছেন অনেকেই তারপর তাদের হেলায় ফেলে চলে গিয়েছে সে অন্য পুরুষে ।

আজ সে বাঁধা পড়েছে স্থায়ী ভাবে এক পুরুষে , বিবাহ ডোরে । গ্রহণ করেছে নিজের অজান্তে নিজেরই------!!

লামা

হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতার মেয়ে ইরানি । কাকে যেন খুঁজছে তার উদাসী আঁখি । ডন্‌চু -- ডন্‌চু । আকাশপানে চেয়ে ডাকছে ।

এক লামার নাম । সিকিমের এক গুম্ফায় তার বাস । সে গিয়েছিলো কলকাতা ঘুরতে । সেখানেই আলাপ কল সেন্টারে কাজ করা ইরানির সাথে । ডন্‌চুর সরল চোখ ও লাল ভেলভেটের মতন ঠোঁট ইরানিকে পারস্যের গোলাপ পাইয়ে দিয়েছিলো ।

লামা হলেও ভালোবাসতে জানে চু । কলকাতা ঘুরিয়ে দেখালো ইরানি । গেলো মন্দারমণি । চু সাগর দেখবে । কল সেন্টারের কৃত্রিম জীবনে সরলতার ছোঁয়া আনে চু । ধীরে ধীরে শারীরিক শুদ্ধতা হারালো ইরানি । কিছুটা গিয়েছিলো কল সেন্টারেই বসের হাতে বাকিটা নিলো ডন্‌চু । লামা হলে কি হয় শয্যায় ডন্‌চু রয়েল বেঙ্গল টাইগার । মাংস খাবলে খেতে চায় দয়িতার । রক্তাক্ত করে দিলো ইরানিকে । ভোরের আলোর লাল জীবন্ত গোলাপ সে এখন । এরপর

লামা গেলো নিজ নিকেতন। কথা দিলো বড় লামার সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসবে সংসার জীবনে। কিন্তু আসেনা।

ইরানি কৈশোরে স্বপ্ন দেখতো তার প্রেম কাহিনি হবে ডুয়ার্সে চা বাগানের পটভূমিকায়। বৃষ্টি বন্দী তারা এক বনবাংলোয়। ঝম ঝম বরিষনে নগ্ন ইরানিকে কোলে নিয়ে ওর প্রেমাস্পদ ধুয়ে নিচ্ছে প্রাকৃতিক গলিত হিমে।

পবিত্র করে নিচ্ছে। অমৃত করে নিচ্ছে ওদের ভালোবাসাকে।

পাহাড়িয়া পথে ছুটে চলেছে এক পাগলিনী। আলুথালু বেশ। জটাধরা কেশ।

বড় বড় পাইন গাছ ভেদ করে ভেসে আসছে চীৎকার ডন্‌চু-চু-চু !!!

শীত কাপড়ে আপাদ মস্তক মোড়া এক পথচারী দয়া পরবশ হয়ে ছুঁড়ে দিলো রুটির টুকরো। মাটি থেকে খামচে তুলে নিলো ইরানি। দৃশ্যটি লেখিকাকে বহুদিন আগে পড়া একটি গল্পের কথা মনে পড়িয়ে দিলো যেখানে একটি পাহাড়ি মেয়ে নাম নিনি এইভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো এক কলকাতার প্রেমিককে।

লেখিকার মনে হল : প্রকৃতি কারো কাছে ঋণী থাকেনা। নিষ্ঠুর হল আজ সরল হিমালয়। পাহাড় প্রতিশোধ নিলো নগরের কাছে।

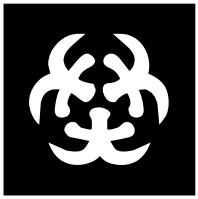

THE END